USAID
আমেরিকার জনগণের পক্ষ থেকে

নিসর্গ নেটওয়ার্ক

সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্য

(২০১২-২০১৭)

দুধপুকুরিয়া সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম

বন অধিদপ্তর

Department of Environment

সূচিপত্র

পার্ট - ১ ঃ বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ			
ক্রমিক নং	**বিষয় বস্তু**	**ঃ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.০	ভূমিকা	ঃ	২
	অবস্থান এবং গঠন	ঃ	২
	চিত্র ১ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকাসমূহ	ঃ	৩
	চিত্র ২ঃ দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের মানচিত্র	ঃ	৪
	চিত্র ৩ ঃ ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনার অধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র	ঃ	৫
১.১	ভূ-প্রকৃতি	ঃ	৬-৭
১.২	চৌহদ্দি	ঃ	৭
১.৩	জলজ বাস্ড়তন্ত্র	ঃ	৭
১.৪	কার্বন আধার	ঃ	৭
১.৫	ভূমির ব্যবহার	ঃ	৮
১.৬	জলবায়ু	ঃ	৮
১.৭	যোগাযোগ	ঃ	৮
২.০	পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ সমূহ	ঃ	৮-১০
৩.০	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের বৈশিষ্ট্যসমূহ	ঃ	১০
৩.১	জীববৈচিত্র্যের গুর"ত্ব	ঃ	১০
৩.২	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষনের উপকারিতা	ঃ	১০-১১
৩.৩	বন্যপ্রানী সংরক্ষন	ঃ	১১
৪.০	জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল	ঃ	১১
৪.১	বনাঞ্চল	ঃ	১১
৪.২	উদ্ভিদ সমূহ	ঃ	১১-১২
৪.৩	প্রানী সমূহ	ঃ	১২
৪.৪	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য	ঃ	১২
৫.০	জীববৈচিত্র্যের ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা	ঃ	১২
৫.১	বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সমূহ	ঃ	১২-১৩
৫.২	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৩-১৪
৫.৩	জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন এবং পুনর"দ্ধার	ঃ	১৪
৫.৪	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	১৪
৫.৫	বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পন্য ব্যবস্থাপনা	ঃ	১৪
৫.৬	বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনায় অসুবিধাসমূহ	ঃ	১৪-১৫
৫.৭	প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যু সমুহ	ঃ	১৫
৬.০	ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা	ঃ	১৫
৬.১	ল্যান্ডস্কেপ পন্থা	ঃ	১৫
৬.২	রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা	ঃ	১৬
৬.৩	ভূমি ব্যবহার এর বর্তমান অবস্থা	ঃ	১৬-১৭
৬.৪	স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা	ঃ	১৭

৬.৫	কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার	ঃ	১৭
পার্ট - ২ ঃ রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে কৌশলগত সুপারিশ সমূহ			
১.০	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কৌশলগত দিক বাস্ড়বায়ন সুপারিশ সমূহ	ঃ	১৯
১.১	সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য	ঃ	১৯-২০
১.২	সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি	ঃ	২০
১.২.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২০
১.২.২	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ	ঃ	২১
১.২.৩	সুবিধা সমূহের বন্টন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা চুক্তি	ঃ	২১-২২
১.২.৪	ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল	ঃ	২২
২.০	আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কর্মসূচি	ঃ	২২
২.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২২
২.২	বর্তমান বনাঞ্চল এবং তদসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করন	ঃ	২৩
২.৩	সীমানা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৩
২.৪	অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পানি সেচা/পশু চরানো নিয়ন্ত্রন করা	ঃ	২৩
৩.০	ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম	ঃ	২৩
৩.১	ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৪
৩.২	রক্ষিত এলাকার মুল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৪
৩.২.১	আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম	ঃ	২৪
৩.২.১.১	এনরিচমেন্ট পণ্ডান্টেশন	ঃ	২৪
৩.২.১.২	ঘাস জমির উন্নয়ন	ঃ	২৪
৩.২.১.৩	জলাশয় রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২৪
৩.২.১.৪	বিশেষ ধরনের আবাসস্থল রক্ষনাবেক্ষন	ঃ	২৪
৩.২.২	আবাসস্থল পুনর"দ্ধার কার্যক্রম	ঃ	২৪
৩.২.২.১	ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৪
৩.২.২.২	পরিবেশ বান্ধব কর্মকান্ড পুনর"দ্ধার	ঃ	২৪
৩.৩	ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল	ঃ	২৪
৩.৩.১	বাফার রিজার্ভ উপ অঞ্চল	ঃ	২৪-২৫
৪.০	জীবীকায়ন এবং ভ্যালু চেইন কর্মসূচী	ঃ	২৫
৪.১	উদ্দেশ্য	ঃ	২৫
৪.২	ভেলু চেইন এবং কনর্জারভেশন এন্টারপ্রাইজ	ঃ	২৫
৪.২.১	কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক	ঃ	২৫
৪.২.১.১	সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা	ঃ	২৫
৪.২.১.২	উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ	ঃ	২৫
৪.২.১.৩	ভিলেজ নার্সারী	ঃ	২৫
৪.২.২	মৎস চাষ/আহরন	ঃ	২৫
৪.২.৩	বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	২৫
৪.২.৪	হস্ড়শিল্প এবং তাঁতশিল্প	ঃ	২৫
৪.২.৫	ক্ষুদ্র ব্যবস্যা/ফেরী ব্যবস্যা	ঃ	২৫
৪.২.৬	উন্নত চুলা	ঃ	২৫-২৬

৫.০	অবকাঠামো মূলক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৬
৫.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৬
৫.২	সুবিধাদি	ঃ	২৬
৫.৩	বনে রাস্ড়া/ট্রেইল নির্মান ও সংস্কার	ঃ	২৬
৬.০	দর্শনাথীর ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি	ঃ	২৬
৬.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৬
৬.২	যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	ঃ	২৭
৬.৩	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৭
৬.৩.১	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিতকরন	ঃ	২৭
৬.৩.২	সুবিধাদির উন্নয়ন	ঃ	২৭
৬.৩.২.১	প্রবেশ ফি	ঃ	২৭
৬.৩.২.২	প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল	ঃ	২৭
৬.৩.২.৩	পিকনিকের জন্য সুবিধাদি	ঃ	২৭
৬.৩.২.৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন	ঃ	২৭-২৮
৬.৩.২.৫	পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রন	ঃ	২৮
৬.৪	সংরক্ষন বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা	ঃ	২৮
৬.৪.১	পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম	ঃ	২৮
৬.৪.২	পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা	ঃ	২৮
৭.০	কমিউনিটি মনিটরিং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরন কর্মসূচী	ঃ	২৮
৭.১	উদ্দেশ্য সমূহ	ঃ	২৯
৭.২	সংরক্ষন বিষয়ক মনিটরিং	ঃ	২৯
৭.৩	সংরক্ষন বিষয়ক প্রশিক্ষন	ঃ	২৯
৮.০	প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী	ঃ	২৯
৮.১	উদ্দেশ্যসমূহ	ঃ	২৯
৮.২	স্টাফিং	ঃ	২৯
৮.৩	দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ	ঃ	২৯-৩০
৯.০	বাজেট	ঃ	৩০
৯.১	প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন	ঃ	৩০
৯.২	বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন	ঃ	৩০
১০.০	সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলোর ধারাবাহিকতার বজায় রক্ষার কৌশল	ঃ	৩০
১০.১	আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন	ঃ	৩০
১০.২	ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন	ঃ	৩০-৩১
১০.৩	দীর্ঘমেয়াদী এবং সম্মিলিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	ঃ	৩১
১০.৪	‘নিসর্গ নেটওয়ার্কের’ পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন	ঃ	৩২
১০.৫	মত বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন	ঃ	৩২
১১.০	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩২
১১.১	জলবায়ু পরিবর্তন	ঃ	৩২
১১.২	জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ	ঃ	৩২
১১.৩	দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি অভয়ারন্যের এবং এর ল্যান্ডস্কেপে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ	ঃ	৩৩

১১.৩.১	অতি বৃষ্টিপাত	ঃ	৩৩
১১.৩.২	নদীর ক্ষীণ প্রবাহ	ঃ	৩৩
১১.৩.৩	আকস্মিক বন্যা	ঃ	৩৩
১১.৩.৪	খরার প্রকোপ	ঃ	৩৩
১১.৩.৫	ঝড় ঝঞ্ঝা	ঃ	৩৩
১১.৩.৬	নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন	ঃ	৩৩
১১.৪	জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি অভয়ারন্যের জন্য করণীয় অভিযোজন সমূহ	ঃ	৩৩
১১.৪.১	ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৪
১১.৪.২	পানির ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৪
১১.৪.৩	স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৪
১১.৪.৪	উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৪
১১.৪.৫	খরা ঝুঁকির অভিযোজন	ঃ	৩৫
১১.৫	অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ	ঃ	৩৫
১১.৬	কর্ণফুলী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনগন কর্তৃক চিহ্নিতকৃত দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি অভয়ারন্যের এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজতিন ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা	ঃ	৩৫-৪২
	পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)	ঃ	৪৩-৫৪

পার্ট - ১

বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা ঃ প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইস্যুসমূহ

১. ০ ভূমিকা

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘকালের চলে আসা প্রথাগত পদ্ধতির নানা দূর্বলতা দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় **সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি** আশার সঞ্চার করেছে যা প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে রক্ষিত বন এলাকার সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রবর্তন এক যুগান্ড়কারী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, যার ফলে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনেও আশানুর"প ভূমিকা রাখছে। রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নীতির ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় বিচার ভিত্তিক অংশিদারিত্ব মূলক বন্টন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একটি অর্জনযোগ্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও এর সুষ্ঠু বাস্ড়বায়ন আবশ্যক। সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সম্পদ ব্যবহারকারী ও অন্যান্য সুবিধাভোগী (স্টেকহোল্ডারগন) সরকারের পাশাপাশি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রনয়ন, সিদ্ধান্ড় গ্রহন ও সুষ্ঠু বাস্ড়বায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এটাই প্রত্যাশা। দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘমেয়াদী সফলতা লাভ করার উদ্দেশ্যে তৃনমূল থেকে মতামত গ্রহন করে ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮) এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

যাহোক দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জন্য গঠিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের স্বল্প মেয়াদী (দুই দিন) প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রণীত এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যা আইপ্যাক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মী এবং বনবিভাগের কর্মীদের সহযোগীতায় জনাব শীতল কুমার নাথ, পিএমএআরএ (Performance Monitoring and Applied Research Associate) এর সম্বন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে সার্বিক সহযোগীতা করেন জনাব মোঃ ইদ্রিছ আলী, রেঞ্জ কর্মকর্তা, দোহাজারি রেঞ্জ এবং সদস্য সচিব, ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি; জনাব নাজমুল আবেদিন, সাইট ফ্যাসিলিটেটর, ধোপাছড়ি আইপ্যাক সাইট; জনাব মোঃ র"হুল আমিন, বিট কর্মকর্তা, ধোপাছড়ি বিট এবং জনাব রেজাউল করিম, কোষাধ্যক্ষ, ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি। এই সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারন্যের ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার সার্বিক ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নের দিক নির্দেশনা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

অবস্থান ও গঠনঃ

অবিভক্ত ভারতে ১৮৭২ সনে চট্টগ্রাম বনবিভাগ গঠিত হয়। বন আইন ১৯২৭ অনুযায়ী এ বিভাগের আওতাধীন এলাকা চট্টগ্রাম সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়।

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলার আওতাধীন দোহাজারি ও খুর"শিয়া রেঞ্জের ৪,৭১৭ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে ৬ই এপ্রিল ২০১০ সালে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধন) আদেশ ১৯৭৪-এর ২৩ (১) ধারা অনুযায়ী গেজেট নোটিফিকেশন নম্বর পবম/বন-শা-২/০২বন্যপ্রাণী/১১/২০১০/২০৯ এর আদেশ বলে উক্ত বনাঞ্চলকে "দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য" ঘোষণা করা হয়। এ অভয়ারণ্যের মধ্যে মংলা (আয়তন ১,৪৮০ হেক্টর) ও পশ্চিম ধোপাছড়ি (আয়তন ১,৫১৬ হেক্টর) ব- ক দু'টি নিয়ে ধোপাছড়ি বনবিট (আয়তন ২,৯৯৬ হেক্টর) গঠিত । এ বনবিট চন্দনাইশ উপজেলার দোহাজারি রেঞ্জের আওতাধীন একমাত্র বিট।

প্রশাসনিক ভাবে এ অভয়ারণ্য চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের আওতাধীন। এ অভয়ারণ্যটি সাঙ্গু নদীর নিম্ন অববাহিকার উত্তর পাশে অবস্থিত।

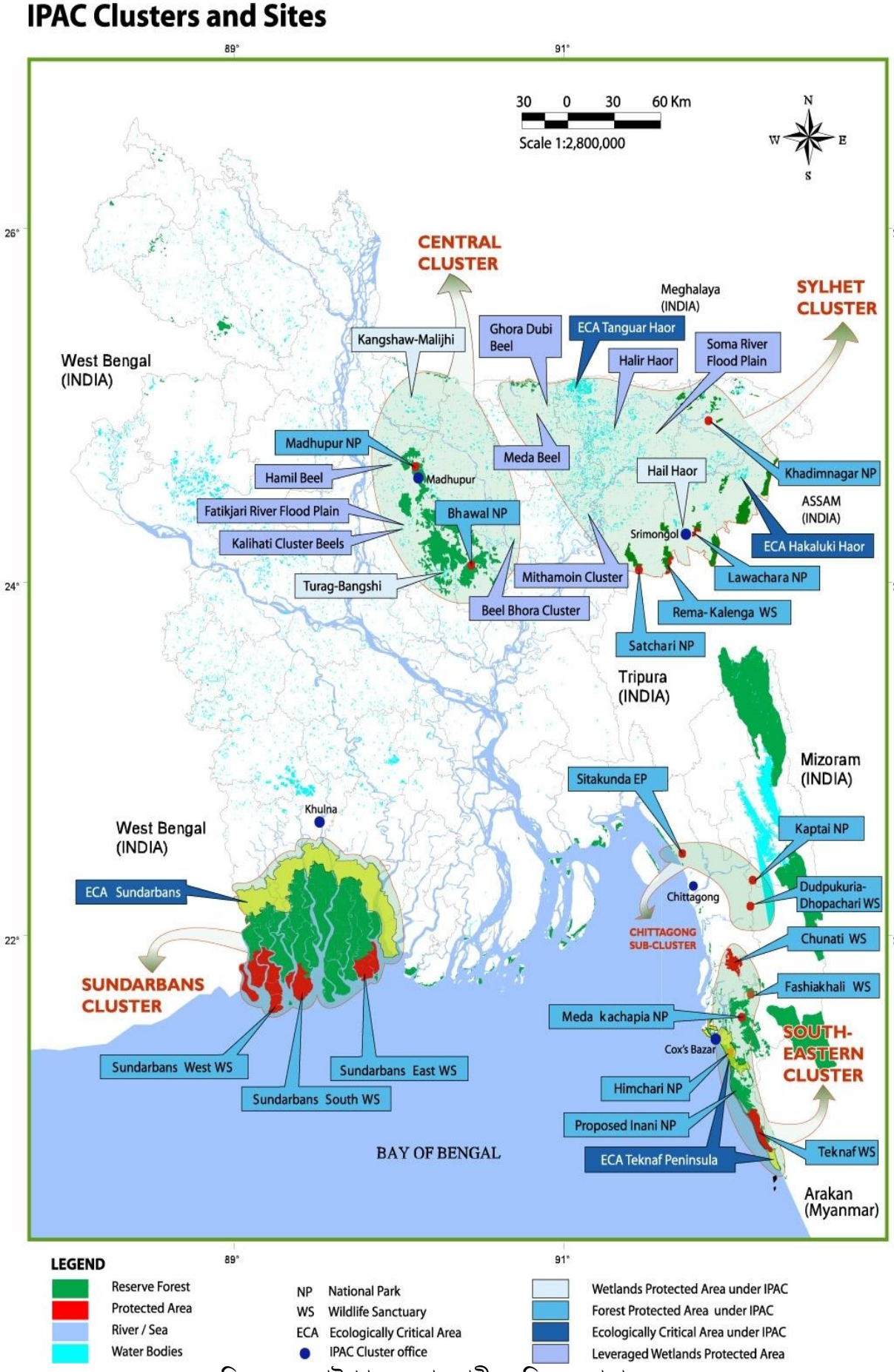

চিত্র : ১ ঃ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকা সমূহ

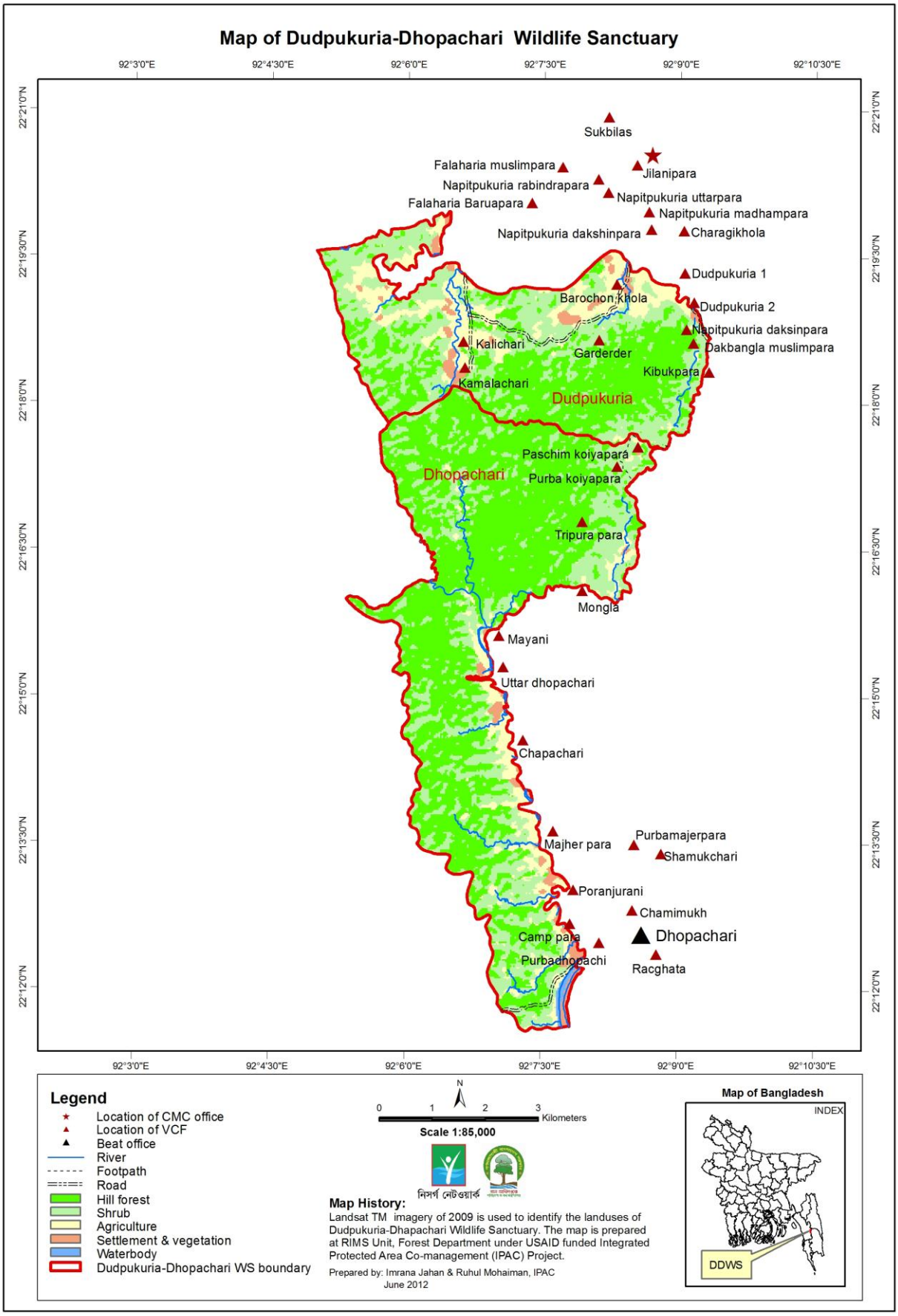

চিত্র - ২ : দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের মানচিত্র

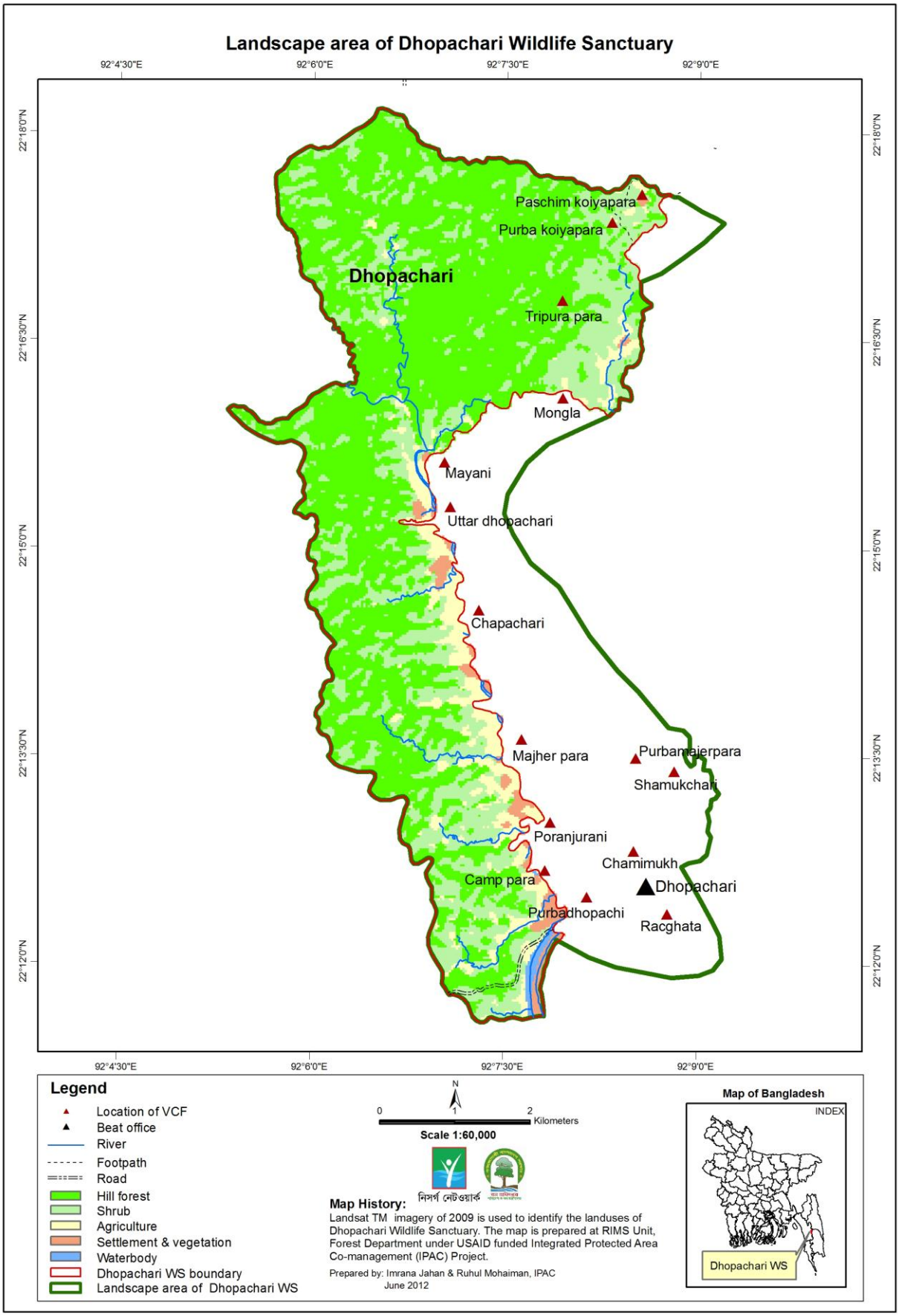

চিত্র-৩ : ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকার মানচিত্র

উদ্ভিদকূলঃ সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত একদল গবেষকের গবেষণার আলোকে জানা যায় যে, এ অভয়ারণ্যের উদ্ভিদকূলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬০৮ প্রজাতির উদ্ভিদ। তন্মেধ্যে ১৮২ প্রজাতির বৃক্ষ, ১২৫ প্রজাতির গুল্ম (Shrub), ২০০ প্রজাতির ছোট গুল্ম (Herb), ৭১ প্রজাতির লতা, ১৭ প্রজাতির ফার্ণ, ৭ প্রজাতির বায়বীয় পরগাছা (Epiphytes) এবং ৬ প্রজাতির পরজীবী পরগাছা (Parasitic Plants)

প্রাণীকূলঃ এ অভয়ারণ্যের প্রাণীকূলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫৭৫ প্রজাতির প্রাণী। তন্মেধ্যে ১৯০ প্রজাতির অমের"দন্ডী, ২৩ প্রজাতির মাছ, ২৫ প্রজাতির উভচর, ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৩১ প্রজাতির পাখি (তন্মেধ্যে ১৯৫ প্রজাতির স্থানীয় এবং ৩৬ প্রজাতির পরিযায়ী) এবং ৫০ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী

মারমা ও ত্রিপুরা দু'টি আদিবাসী পল-ীসহ মোট ২৭ টি পাড়ায় এ এলাকার অধিবাসীরা বসবাস করে। তন্মেধ্যে ত্রিপুরা পল-ী (ত্রিপুরা, মার্মা, বম, তংচংগ্যা, খেয়াং) সহ ৮টি পল-ী ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনার আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত।

ভৌগলিক অবস্থানঃ এ অভয়ারণ্য ঢাকা থেকে ২৯০ কি.মি. এবং চট্টগ্রাম থেকে ৮০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে এবং বান্দরবন থেকে ২০ কি.মি. উত্তরে; ২২°১৮.৭০// অক্ষাংশ এবং ০৯২°৯.১৬// দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

বনবিভাগের প্রশাসনিক অবস্থানঃ

বিটসমূহ ঃ দুধপুকুরিয়া, কমলাছড়ি এবং ধোপাছড়ি

রেঞ্জসমূহ ঃ খর"শিয়া ও দোহাজারি

বিভাগ ঃ চট্টগ্রাম দক্ষিণ বনবিভাগ

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ব- ক, বিট, রেঞ্জ ভিত্তিক আয়তনের ছক নিম্নর"প।

উপজেলা	ফরেস্ট রেঞ্জ	ফরেস্ট বিট	ব- ক / মৌজা	আয়তন
রাঙ্গুনিয়া	খুর"শিয়া	দুধপুকুরিয়া	দুধপুকুরিয়া (দুধপুকুরিয়া ও পূর্ব খুর"শিয়া মৌজা)	৮৩০ হেক্টর
রাঙ্গুনিয়া	খুর"শিয়া	কমলাছড়ি	শিবছড়ি (পূর্ব এবং পশ্চিম খুর"শিয়া মৌজা)	৮৯১ হেক্টর
চন্দনাইশ	দোহাজারি	ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি (পশ্চিম ধোপাছড়ি মৌজা)	১৫১৬ হেক্টর
চন্দনাইশ	দোহাজারি	ধোপাছড়ি	মংলা (জঙ্গল ধোপাছড়ি মৌজা)	১৪৮০ হেক্টর
			মোট	**৪,৭১৭ হেক্টর**

১.১ ভূপ্রকৃতি

অসংখ্য ঝর্ণা এবং ছড়া এ অভয়ারণ্য জুড়ে বিস্ড়ৃত। মোট আয়তনের প্রায় ৮০ ভাগ জুড়ে রয়েছে পাহাড় ও পাহাড়ি টিলা আর বাকী ২০ ভাগ জুড়ে রয়েছে উপত্যকা, যা বৃক্ষ ও তৃণাচ্ছাদিত। উত্তর-দক্ষিণ দিকে বিস্ড়ৃত পাহাড়গুলোর উচ্চতা প্রায় ৩৫০ মিটার। পাহাড়ের মাটি বেলে দো-আঁশ। উপত্যকার মাটি পলি দো-আঁশ, যা অত্যন্ড় উর্বর। অভায়ারণ্য জুড়ে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২টি বড় পায়ে হাঁটা পথ (যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য আধা থেকে ২ কি.মি.) এবং ২৫টি ছোট পায়ে হাঁটা পথ (যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য আধা কিলোমিটারের কম) রয়েছে।

ছোট ছোট অনেক ছড়ায় বছরব্যাপী পানি থাকে। তাদের কয়েকটি কয়েকটি একত্রিত হয়ে খালে মিশেছে। এর পর খালসমূহ সাঙ্গু ও কর্ণফুলী নদীর প্রবাহের সাথে মিশে গেছে।

১.২ চৌহদ্দি

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ ও রাঙ্গুনিয়া উপজেলার আওতাধীন দোহাজারি ও খুর"শিয়া রেঞ্জের ৪,৭১৭ হেক্টর বনাঞ্চল নিয়ে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য গঠিত।

এটি ২২°০৯ হতে ২২°২২ উত্তর অক্ষাংশ এবং ০৯২°০৫ হতে ০৯২°১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ অভয়ারণ্যের চৌহদ্দি নিম্নর"প :

- উত্তরে রাঙ্গুনিয়া উপজেলার পদুয়া ইউনিয়ন
- পূর্বে বান্দরবন জেলার কোহালং ইউনিয়ন, রাঙ্গামাটি-বান্দরবন সড়ক, সাঙ্গু ব- ক হয়ে সাঙ্গু নদী পর্যন্ড়
- দক্ষিণে সাঙ্গু নদী
- পশ্চিমে দোহাজারি রেঞ্জের লালুটিয়া বিট ও পটিয়া রেঞ্জের বরগুনি বিটের সংরক্ষিত বন এলাকা

এ অভয়ারণ্যে যথাযথ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে দু'টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি যথা: দুধপুকুরিয়া সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে । তন্মেধ্যে ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন এলাকার চৌহদ্দি হচ্ছে:

- উত্তরে দুধপুকুরিয়া ও কমলাছড়ি বিটের সীমানা
- পূর্বে সাঙ্গু বনবিটের পূর্ব ধোপাছড়ি মৌজা
- দক্ষিণে সাঙ্গু নদী
- পশ্চিমে দোহাজারি রেঞ্জের লালুটিয়া বিট ও পটিয়া রেঞ্জের বরগুনি বিটের সংরক্ষিত বন এলাকা।

১.৩ জলজ বাস্তুতন্ত্র

উঁচু পাহাড় ও টিলা সমৃদ্ধ এ অভয়ারণ্যে ১৮টির অধিক পাহাড়ী ছড়া রয়েছে। ছড়া গুলো হচ্ছে: পিয়াজাম, খৈয়াপাড়া, ডলু, চিকন জিরি, জিকনাই, পরানজুরানি, গামারা, মধু ছড়া, তামা জিরি, নাইফং জিরি, মাইনি, বরগুনা, বালু জিরি, লেমু জিরি, মংলা, ফুল জিরি, ধোপা জিরি ইত্যাদি অন্যতম। এসব ছড়ার প্রবাহ সমূহ দক্ষিণে সাঙ্গু নদীর প্রবাহের সাথে এবং উত্তরে কর্ণফুলী নদীর প্রবাহের সাথে মিশেছে। এসব ছড়ায় সারা বছর ব্যাপী কম-বেশী পানির প্রবাহ থাকে। অভয়ারণ্যের মধ্যে কোন স্থায়ী জলাধার না থাকলেও ছড়া-খাল-নদী বিধৌত এলাকায় বিচিত্র বৈশিষ্ট্য পূর্ণ জীবকূল বাস করে। কমলাছড়ি ব- কস্থ বিরাট এলাকা বর্ষার সময় জলাভূমিতে পরিণত হলেও শুষ্ক মৌসুমে শুকিয়ে যায়।

১.৪ কার্বনের আধার

পৃথিবীর অন্যান্য বনাঞ্চলের ন্যায় বাংলাদেশের বনাঞ্চল সমূহও কার্বনের আধার হিসেবে অনন্য ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর জলবায়ু জনিত পরিবর্তন রোধে এবং পরিবেশ নির্মলে বনাঞ্চল সমূহ কার্বন আধার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত একদল গবেষকের গবেষণার আলোকে জানা যায় যে, সুন্দর বন ব্যতীত এ অভয়ারণ্যে মজুতকৃত কার্বনের ঘনত্ব বাংলাদেশের যে কোন বনাঞ্চলের চেয়ে বেশী।

১.৫ ভূমির ব্যবহার

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ৪,৭১৭ হেক্টরের মধ্যে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ ৩৮৭৪.২ হেক্টর (ঝোপ-জঙ্গল ও বিক্ষিপ্তভাবে বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছদিত), ২৮৬ হেক্টর দীর্ঘ মেয়াদী বনায়ন, ৪১ হেক্টর স্বল্প মেয়াদী বনায়ন, ১১২.৮ হেক্টর সেগুন বনায়ন, ৭৯ হেক্টর বাঁশ বাগান, ৯০ হেক্টর আগর বনায়ন, ১৮৭ হেক্টর বেত বনায়ন দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ৪৬.৬ হেক্টর ভূমিতে অবৈধ জবর দখল রয়েছে।

১৯২৩ সনে ধোপাছড়ি বিটে ৫.৩ হেক্টর বনায়নের মাধ্যমে এ অভয়ারণ্য এলাকায় কৃত্রিম বনায়নের সূচনা হয়, যা অদ্যাবদি অব্যাহত আছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক ও সৃজিত গর্জন বাগান রয়েছে। এ অভয়ারণ্যের ভূমির পরিবর্তনের ধরণ বাংলাদেশের অন্যান্য রক্ষিত এলাকার ন্যায় নয়।

সাম্প্রতিক তথ্য মতে, এ অভারণ্যের বনাঞ্চলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যার বিপরীতে আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৯ সনের তুলনায় ২০০৯ সালে প্রায় ১০.৬ ভাগ বনের পরিমাণ বেড়েছে বলে ধারনা করা হয়।

১.৬ জলবায়ু

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জলবায়ু হচ্ছে উষ্ণ মন্ডলীয় মৌসুমী জলবায়ু। শীতকালের ব্যাপ্তী হচ্ছে নভেম্বর থেকে মার্চ, প্রাক-বর্ষা মৌসুম হচ্ছে এপ্রিল থেকে মে যা খুবই উষ্ণ, বর্ষাকাল হচ্ছে জুন থেকে অক্টোবর যা গরম, উষ্ণময় এবং মেঘময়।

গত দু'দশকের বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ২,৬১৬ মিলিমিটার (সর্বোচ্চ ৩,৮১৮ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন ১,৬১১ মিলিমিটার)।

অক্টোবর এবং ফেব্রুয়ারী মাস হচ্ছে শীতলতম মাস, তাপমাত্রার গড় ২৫.১° সেন্টিগ্রেড (সর্বোচ্চ ৩৮.৯° সেন্টিগ্রেড এবং সর্বনিম্ন ৭.২° সেন্টিগ্রেড)।

এ সময়ে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৬৭% হতে ৮৮% এর মধ্যে, যার গড় হচ্ছে ৭৮.৩%। গত দু'দশকে ক্রমান্বয়ে এ এলাকার আবহাওয়া পরিবর্তিত হচ্ছে। গড়ে তাপমাত্রা বেড়েছে ১.১° সেন্টিগ্রেড এবং আর্দ্রতা কমেছে গড়ে ১%।

১.৭ যোগাযোগ

চট্টগ্রাম হতে সড়ক পথে, চট্রগ্রাম বান্দরবন সড়ক হয়ে এবং কাপ্তাই-রাঙ্গামাটি সড়ক পথেও এ অভয়ারণ্যে আসা যায়। দোহাজারি থেকে সাঙ্গু নদী পথেও এ অভয়ারণ্যে যাতায়াত করা যায়।

২.০ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও চ্যালেঞ্জ সমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং অভয়ারণ্যে বিদ্যমান সম্পদের ওপর নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বন-নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়নের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনের পথ খুব মসৃন নয়, রয়েছে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ সমূহ।

উদ্দেশ্য ঃ

- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে টেকসই ও স্থায়ী রূপ দেয়া
- বনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি
- বর্তমান উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণ করা, খাদ্য ও পানির প্রাপ্যতা এবং প্রজনন কার্যক্রম নিশ্চিত করা
- প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার রোধ কল্পে সিপিজি সদস্যদের সংগঠিত করে বনকর্মীদের সাথে যৌথ টহলের ব্যবস্থা করা
- এনরিচমেন্ট বাগান সৃজনের মাধ্যমে বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ/প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা
- ভিসিএফ সদস্যদের মধ্যে অবহেলিত ও অতিদরিদ্র বিশেষ করে নারীদের সমানভাবে সুযোগ প্রদান করা
- ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন
- পর্যটকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন
- অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রের বৃক্ষশূণ্য বন ভূমিকে বন সৃজনের আওতায় আনা ও বনজ সম্পদ বৃদ্ধি করা
- বাফার এলাকায় সামাজিক বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে সিপিজি সদস্য এবং বনের আশেপাশে বসবাসকারী দরিদ্র জনগনকে বনের সাথে সম্পৃক্ত করা, ইত্যাদি।

চ্যালেঞ্জ সমূহ ঃ

- সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে অভায়াণ্যের বৃক্ষ নিধন ও পাচার
- অভয়ারণ্যের কোর জোনে এবং এর আশেপাশে বসবাসকারী অবস্থিত আদিবাসিদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি
- স্থানীয় প্রভাবশালী ও স্বার্থান্বেষী মহলের মাধ্যমে বনভূমির অব্যহত বেদখল বা জবর দখল
- অভায়ারণ্যের চার পাশে অবস্থিত পরিবার গুলোতে জনসংখ্যা অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি ও ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্বের মাধ্যমে অভায়ারণ্যের সম্পদের ওপর চাপ সৃষ্টি
- অভায়ারণ্যের ভিতর তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বিস্ফোরণ ঘটানোর মাধ্যমে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণে বিঘ্ন সৃষ্টি এবং উক্ত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অভায়াণ্যের অভ্যন্ড়রে অধিক সংখ্যক লোকের এক সাথে প্রবেশ
- অভায়ারণ্যে ও সংশি- ষ্ট ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের স্বল্পতা
- বনবিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল, আবাসস্থল, পরিবহন ও উপকরণের স্বল্পতা এবং আধুনিক বন ব্যবস্থাপনায় বনকর্মীদের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাব
- অভায়াণ্যের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও পেশী শক্তির প্রভাব
- অভায়াণ্যের আশে পাশে ইটভাটা ও 'স' মিল এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া
- ভূমির ব্যবহার পরিবর্তনের মাধ্যমে বনভুমিকে ক্রমান্বয়ে কৃষি জমিতে রূপান্ড়রের প্রচেষ্টা
- অভায়াণ্যের অভ্যন্ড়রে এবং আশপাশের জনগোষ্টীর আদা, হলুদ, কুল, পেয়ারা, লেবু ইত্যাদি চাষের ব্যাপক প্রবনতা
- আদিবাসীদের সংঘবদ্ধ ভাবে ফাঁদ পেতে ও অন্যান্য উপায়ে বন্যপ্রাণী শিকার

- ক্রমবর্ধমান হারে এলাকায় তামাক চাষের প্রবণতা এলাকার পরিবেশকে দিনকে দিন বিষিয়ে তুলছে। তামাক চাষের ফলে, একদিকে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে তামাক শুকানোয় জন্য প্রচুর জ্বালানী কাঠের যোগান দিতে গিয়ে বন উজার হচ্ছে। বহুজাতিক তামাক কোম্পানী গুলোর ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এলাকার লোকজন তামাক চাষের দিকে ঝুকছে।

৩.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য সমূহ

জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এদের ছাড়া পরিবেশ ও প্রতিবেশ কল্পনাও করা যায় না। জীববৈচিত্র্য যে কোন নিদিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য শৃঙ্খলের প্রধান নিয়ামক। এদের ছাড়া খাদ্য উৎপাদন, পচন এবং পুনরায় খাদ্য শৃঙ্খলে ফিরে আসা অসম্ভব। বাস্তুতন্ত্রের সকল জীব ও জড় উৎপাদনের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখতে জীববৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হলে মানুষের অস্তিত্বও হুমকীর মধ্যে পড়বে।

৩.১ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

- দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি জীববৈচিত্রে এতই ভরপুর যে, এটি উত্তর-পূর্ব উপ-মহাদেশের আদর্শিক বনের প্রতিনিধিত্ব করে
- বাংলদেশে বিদ্যমান বনের মধ্যে জীববৈচিত্রের দিক থেকে সুন্দরবনের পরেই এ অভয়ারণ্যের অবস্থান সুপরিচিত।
- পাঁচটি নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর দূইটি পুঞ্জির ১৬০টি পরিবার এ অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে বসবাস করে এবং তাদের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্নভাবে অভয়ারণ্যের ওপর নির্ভরশীল
- এই অভয়ারন্যের ভিতর এবং আশপাশ দিয়ে প্রবাহিত ছড়াগুলি বিভিন্ন খাল হয়ে সাঙ্গু ও কর্ণফুলী নদীকে প্রবাহমান রাখতে বিশেষ ভূমিকা রাখে
- এই অভয়ারণ্যে অতি বিরল প্রজাতির এশিয়ান হাতি, কালো ভালুক, চিতা বাঘ, সাম্ভার হরিণ, বন্য কুকুর, ধনেশ পাখি সহ ৫৭৫ প্রজাতির প্রাণীর বসবাস
- অতি বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির কনক, মোস, বাটনা, পিতরাজ, তেলি গর্জন, তেজবল, টাব্বা, চাপালিশ, জাম, সেগুন, আগর, রক্তন, ছাতিয়ান, চম্পা, বৈলাম সহ প্রায় ৬০৮ প্রজাতির উদ্ভিদ রাজি এই অভয়ারণ্যে রয়েছে
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন ও অভিযোজনে এ অভয়ারণ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপকারিতা

- অভয়ারণ্যের ভিতরে বসবাসরত পাঁচটি নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠি ও এর আশে-পাশে ২৭টি গ্রামের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবন ও জীবিকায়নের জন্য অভয়ারণ্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল
- এ অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে পাহাড় হতে সৃষ্ট ছড়াগুলো আঞ্চলিক জলাধার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা রাখে
- অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির এশিয়ান হাতি, কালো ভালুক, উল-ুক, লজ্জাবতী বানর, চিতা বাঘ, সাম্ভার হরিণ
- বন্য কুকুর, ধনেশ পাখি সহ গুরুত্বপূর্ণ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে এ অভয়ারণ্য ভূমিকা রাখছে
- বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য প্রেমিক এবং গবেষকদের জন্য একটি উলে- খযোগ্য প্রাকৃতিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।
- এ অভয়ারণ্যকে কেন্দ্র করে নৃ-তাত্তিক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষিত হচ্ছে
- এ অভয়ারণ্যকে কেন্দ্র করে স্থানীয়ভাবে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন কেন্দ্রিক জীবিকার উন্মেষ ঘটছে।

৩.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' অনুযায়ী চট্রগ্রাম দক্ষিন বনবিভাগ কর্তৃক এই অভয়ারণ্যের ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

বাধা সমূহ ঃ

- চোরা শিকারী কর্তৃক ফাঁদ বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় অভয়ারণ্যে বন্যপ্রাণী শিকার
- কৃষি কাজের জমি তৈরী বা পান চাষের জন্য বনে আগুন দেয়া হয়। এর ফলে বন্যপ্রাণী আতঙ্কিত হয় এবং তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যহত হয়
- বন্যপ্রাণীর খাবার সরবরাহকারী উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে, ফলে সৃষ্ট খাবার সংকটের কারণে বন্যপ্রাণী লোকালয়ে প্রবেশ করছে অতঃপর মানুষের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছে
- পর্যাপ্ত বনাচ্ছাদন না থাকায় এবং বিশেষ বন্যপ্রাণীর জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ প্রজাতির গাছ এবং বড় গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় আবাসস্থলের সংকট ক্রমেই প্রকট হচ্ছে
- বনের অভ্যন্ড়রে বিভিন্ন সম্পদ সংগ্রহ ও অন্য নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষের অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং এটা বণ্যপ্রাণীর স্বাভাবিক বিচরণ বাধাগ্রস্থ করছে
- অবৈধ বৃক্ষ নিধন এর ফলে বন্যপ্রাণীর আবাস্থল ও খাদ্যের সংকট হচ্ছে
- অবৈধ জবর দখলের কারনে বনভূমি সংকুচিত হচ্ছে এবং বন্যপ্রাণীর ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

৪.০ জীববৈচিত্র্য এবং আবাসস্থল

৪.১ বনাঞ্চল

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি মূলতঃ একটি ক্রান্ড়ীয় উষ্ণমন্ডলীয় মিশ্র চিরহরিৎ বন। এ বনকে সংরক্ষিত বন হিসেবে ঘোষণা করার আগে এখানে জুম চাষ করা হত যা এখনো অব্যহত আছে। বর্তমানে অভয়ারণ্যটি প্রাকৃতিক ও সৃজিত বৃক্ষে সমৃদ্ধ।

৪.২ উদ্ভিদ সমূহ

সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত একদল গবেষকের গবেষণার আলোকে জানা যায় যে, এ অভয়ারণ্যের উদ্ভিদকূলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬০৮ প্রজাতির উদ্ভিদ। তন্মেধ্যে ১৮২ প্রজাতির বৃক্ষ (Tree), ১২৫ প্রজাতির গুল্ম (Shrub), ২০০ প্রজাতির ছোট গুল্ম (Herb), ৭১ প্রজাতির লতা, ১৭ প্রজাতির ফার্ণ, ৭ প্রজাতির বায়বীয় পরগাছা (Epiphytes), ৬ প্রজাতির পরজীবী পরগাছা (Parasitic Plants)

এ অভয়ারণ্যে অতি বিরল ও বিপন্ন প্রজাতির কনক, মোস, বাটনা, পিতরাজ, তেলি গর্জন, তেজবল, টাব্বা, চাপালিশ, জাম, সেগুন, আগর, রক্তন, ছাতিয়ান, বৈলাম, চম্পা প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উলে- খযোগ্য।

৪.৩ প্রাণী সমূহ

এ অভয়ারণ্যের প্রাণীকূলের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৫৭৫ প্রজাতির প্রাণী। তন্মেধ্যে ১৯০ প্রজাতির অমের“দন্ডী, ২৩ প্রজাতির মাছ, ২৫ প্রজাতির উভচর, ৫৬ প্রজাতির সরীসৃপ, ২৩১ প্রজাতির পাখি (তন্মেধ্যে ১৯৫ প্রজাতির স্থানীয় এবং ৩৬ প্রজাতির পরিযায়ী) এবং ৫০ প্রজাতির স্ড়ন্যপায়ী প্রাণী

অতি বিপন্ন ও বিরল প্রজাতির এশিয়ান হাতি, কালো ভালুক, উল-ুক, লজ্জাবতী বানর, চিতা বাঘ, সাম্ভার হরিণ, বন্য কুকুর এবং ধনেশ পাখি বিশেষ ভাবে উলে- খযোগ্য।

৪.৪ বনাঞ্চল ভিত্তিক পন্য সমূহ

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে উৎপাদিত পন্য সমূহ বনের ওপর নির্ভরশীল হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায়নে গুর“ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বনে উৎপাদিত উলে- খযোগ্য পন্যগুলো হল ঃ

ঘর ও আসবাবপত্র তৈরির কাঠ, জ্বালানী কাঠ, ঔষধি গাছ, বাঁশ ও বেত, অর্কিড, মধু, ফুলঝাড়ু, ছন, বন আলু, বন কলা, তেঁতুল, বেল সহ বিভিন্ন প্রকার ফল ফলাদি, বিভিন্ন বনজ শাকসব্জি ইত্যাদি উলে- খযোগ্য।

৪.৫ জীববৈচিত্র্যের ব্যবহার

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য চারপাশে বিশাল জনগোষ্ঠী বসবাস করে। দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পাশাপশি জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তারা এ বন থেকে নিয়মিত জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু ইত্যাদি সংগ্রহ করে। অনেক স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সেকেলে হলেও অনেক স্থানের যোগাযোগ সহজতর হওয়ায় এখানকার উৎপাদিত পন্য দেশের বিভিন্ন জায়গায় সহজে পরিবহন ও সরবরাহ করা যায়।

৫.০ জীববৈচিত্র ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহীত বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা

৫.১ বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিসমূহ

- বর্তমানে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যটি সহ-ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী গেজেট মোতাবেক ২০১২ এর শুর“তে ধোপাছড়ি এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। উলে- খ্য যে এ অভয়ারণ্যের দুধপুকরিয়া এলাকায় ২০১১ এর মে মাসে অনুরূপ আরেকটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ দুই সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে এই বন্যপ্রানী অভয়ারন্যের বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করছে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার ভিত্তি হচ্ছে, রক্ষিত এলাকার বন ও জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত সুফল বা উপকার সকল অংশগ্রহণকারী ও সহযোগিদের মধ্যে সুষম বণ্টন এবং সিদ্ধান্ড় গ্রহন প্রক্রিয়ায় সকলের কার্যকর অংশগ্রহনের নিশ্চয়তা। অংশগ্রহণ ও সহযোগীতার মাধ্যমে রক্ষিত বন এলাকা সংরক্ষণের এ প্রক্রিয়াটিকে **‘সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি’** বলা হয়। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দোহাজারি রেঞ্জের অধীনে ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন নিয়োজিত আছে। এ সংগঠন দ্বিস্ড়র বিশিষ্ট। প্রথম স্ড়র হল ‘সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল’ যা নীতি নির্ধারণী স্ড়র হিসেবে কাজ করে

এবং দ্বিতীয় স্ড়র হল 'সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি' যা নীতিমালার আলোকে গৃহীত কার্যক্রম বাস্ড়বায়ন করে। উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের দোহাজারি রেঞ্জের আওতায় ১টি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, একটি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, একটি পিপলস্ ফোরাম, ৮টি ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম, ১টি কমিউনিটি পেট্রোলিং গ্র"প (সিপিজি, ২১ সদস্য বিশিষ্ট) এবং ২টি এফসিসি (যুব সংগঠন) গঠন করা হয়েছে।

- ❖ 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আদেশ (সংশোধিত), ১৯৭৪' এবং 'বন আইন ১৯২৭' এর নির্দেশনা অনুযায়ী বন অধিদপ্তরের 'চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগ এর দোহাজারী রেঞ্জ এর আওতায়' ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালিত হয়।
- ❖ উলে- খিত আইন অনুযায়ী, ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি পরিচালিত ২,৯৯৬ হেক্টরের সীমানার মধ্যে কোন প্রকার বনজ দ্রব্য আহরণ, পরিবহন ও অপসারণ সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

৫.২ বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বর্তমানে ১৯২৭ সালের বন আইন এবং 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধিত) আদেশ ১৯৭৪' অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন এবং বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

বাগান সৃজন : ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির আওতাধীন এলাকায় ২০০৯ থেকে ২০১১ সন পর্যন্ড় নিম্ন বর্ণিত বাগান সমূহ সৃজন করা হয়েছে :

বেত বাগান : ৫৭ হেক্টর, বাঁশ বাগান: ০৯ হেক্টর, আগর বাগান: ২০ হেক্টর এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী বাগান: ১৬৪০ হেক্টর।

উলে- খ্য যে প্রাকৃতিক বনের পাশাপাশি সৃজিত এই সব বন বাগান জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে অত্যন্ড় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- ❖ **আবাসস্থল উন্নয়ন :** বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়নের জন্য বৃক্ষ শূন্য পাহাড় উপযুক্ত প্রজাতির চারা দ্বারা বনায়নের আওতায় আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।
- ❖ **বংশ বৃদ্ধি / উন্নয়ন :** অতি বিপন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতিসমূহের বংশ বৃদ্ধির প্রযোজনীয় উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
- ❖ **পশুপাখি রক্ষায় জনমত তৈরী করা :** বন্য গাছ-পালা, পশুপাখি যে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা বনের আশেপাশে বসবাসকারী জনগণকে বুঝানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করার কার্য্যক্রম গ্রহন করা হচ্ছে।

৫.৩ জীববৈচিত্রের আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর"দ্ধার

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ির এই পাহাড়ী বনকে প্রথমে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসেবে এবং পরবর্তীতে ২০১০ সনে সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি নং এমওইএফ/বন (শাখা-২)/বন্যপ্রানী অভয়ারন্য/১১/২০১০/২০৯ তারিখ: ০৬-০৪-২০১০ মূলে

বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষনা করা হয়। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে ঘোষনার পর এর জীববৈচিত্র ও আবাসস্থল রক্ষার প্রয়োজনে বন বিভাগ অবৈধ ভাবে বৃক্ষ নিধন, বন্যপ্রানী শিকার, বনে আগুন দেয়া ইত্যাদি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করে। বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পরও এ বনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের উপরই ন্যস্ড় থেকে যায়। তদুপরি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও জীববৈচিত্র রক্ষা তথা আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর"দ্ধারে এই বন বিভাগটি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছে। সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যৌথভাবে জীববৈচিত্র রক্ষা এবং আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর"দ্ধারের কার্য্যক্রম শুর" হয়েছে।

৫.৪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত হওয়ায় এবং এর যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় সাপেক্ষে ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় বর্তমানে বিক্ষিপ্তভাবে বেশ কিছু দেশী বিদেশী পর্যটক এবং গবেষক আসেন, তবে তাদের জন্য কোনরূপ সুযোগ সুবিধা নেই। এখানে তিন জন প্রশিক্ষিত ইকো-ট্যুর গাইড আছে। এছাড়া পর্যটক এবং বনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বনবিভাগের সাথে ২১ জন সিপিজি (বন পাহারা দলের সদস্য) সদস্যরা নিয়মিত বন পাহারায় নিয়োজিত আছে। তদুপরি ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় এখনও কোন রূপ পর্যটন সুবিধা গড়ে উঠেনি।

৫.৫ বনাঞ্চল ভিত্তিক উৎপাদিত পণ্য ব্যবস্থাপনা

পূর্বে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব গ্রহনের বিনিময়ে বন হতে উৎপাদিত পণ্য আহরণের জন্য পারমিট প্রদান করা হতো। কিন্তু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষনার পর থেকে এ কার্য্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বনের ভিতর ও আশে-পাশের বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবিকায়নের প্রয়োজনে এর সম্পদসমূহ আহরন করে। তবে এ ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের জন্য এলাকা ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন এবং এর সঠিক প্রয়োগ বাঞ্চনীয়।

৫.৬ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনায় অসুবিধা সমূহ

- ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ম্যাপ নিয়মিতভাবে হাল নাগাদ না করা
- নিয়মিত টহল দানের জন্য রাস্ড়ার বেহাল অবস্থা
- প্রয়োজনীয় স্থাপনার অভাব
- নিয়মিত বা নির্ধারিত বিরতিতে বন শুমারী পরিচালনা না করা
- বন বিভাগের প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব
- বনবিভাগের প্রয়োজনীয় পরিবহন ও আধুনিক উপকরণের স্বল্পতা
- বনকর্মীদের আধুনিক বন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ধ্যান ধারনার অভাব
- যৌথ বন টহল দলের সদস্যদের মাঝে পারস্পরিক আস্থার ও সহযোগীতার অভাব
- সরকারী অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন বিভাগের কার্যকরী যোগাযোগের অভাব
- কমিউনিটি পেট্রলিং গ্র"পের জন্য অপ্রতুল আর্থিক সুযোগ সুবিধা

- ❖ একটি কার্যকর সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এখনও প্রতিষ্ঠিত না হওয়া
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যালয় না থাকা

৫.৭ প্রাতিষ্ঠানিক এবং সু-শাসন সম্পর্কিত ইস্যুসমূহ

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় বন বিভাগের সহযোগী, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পৃক্ত হওয়ায় তাদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ জরুরী ঃ

- ❖ **নিয়মিত সিএমসি/সংশি- ষ্ট কমিটির মিটিং:** সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সিএমসির সহ সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির নিয়মিত সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা
- ❖ **আয় ব্যয়ের স্বচ্ছতা:** সিএমসির আয়-ব্যয়ের হিসাব সিএমসি সভায় উপস্থাপন এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন করিয়ে নেওয়া,
- ❖ **রেজুলেশন ও প্রতিবেদন:** প্রতিটি সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ড় সমূহ কার্য বিবরণী হিসেবে তৈরী করত: সংশি- ষ্ট মহলে যথা সময়ে প্রেরণ করা,
- ❖ **বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা** ঃ দেশের অন্যান্য সহ-ব্যবস্থাধীন এলাকার ন্যায় ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায়ও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সহিত সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, তবে তা এখনো কার্যকরী হয়নি।
- ❖ **জবাবদিহিতা ও আমানতদারিতা:** প্রতিটি সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা এবং সম্পাদিত কর্তব্য সম্পর্কে যে কোন সময় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দেয়া, ইত্যাদি।

৬.০ ল্যান্ডস্কেপ এলাকার বর্তমান অবস্থা

৬.১ ল্যান্ডস্কেপ পন্থা

ল্যান্ডস্কেপ পন্থা হল এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম শুধূমাত্র বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র, প্রতিবেশ ইত্যাদি রক্ষায় সীমাবদ্ধ না রেখে অভয়ারণ্যের বাইরেও বিদ্যমান সকল উপাদান অর্থাৎ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আবাসস্থল/বন, প্রতিবেশ ব্যবস্থা, নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী, সামাজিক/প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে যথাযথ গুর"ত্ব প্রদান করে এবং পরস্পর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রনয়ন পূর্বক তা বাস্ড়বায়ন করা।

৬.২ রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ এলাকা

- ❖ **ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ঃ** ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার ল্যান্ডস্কেপ এলাকা হচ্ছে: উত্তরে ত্রিপুরা পাড়া, পূর্বে পূর্ব ধোপাছড়ি ও শামুকছড়ি, দক্ষিণে চিরিংগাটা এবং পশ্চিমে লালুটিয়া ও বরগুনি বিটের সংরক্ষিত বনাঞ্চল ।

- ❖ **ল্যান্ডস্কেপ এলাকার গ্রাম বা পাড়া:** ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন কমিটির আওতাভূক্ত গ্রাম ও পাড়া গুলো হল: ক্যাম্পপাড়া, পরানজুড়ানি, মাঝের পাড়া, ছাপাছড়ি, উত্তর ধোপাছড়ি, মায়নী, মংলা ও ত্রিপুরাপাড়া।

তন্মেধ্যে ত্রিপুরা পাড়া (ত্রিপুরা, মার্মা, চাকমা, তংচঙ্গা, খেয়াং সমপ্রদায়ের সমন্বিত বসতি) কোর জোনে অবস্থিত।

- **গ্রামাঞ্চল হাটবাজার:** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় ধোপাছড়িতে সাপ্তাহিক হাট (প্রতি বৃহস্পতিবার) বসে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মনোহারি দ্রব্যাদির দোকান রয়েছে।

- **নদী ও জলাভূমি ঃ** পাহাড় হতে উৎপন্ন কিছু ছড়া বিভিন্ন খাল হয়ে সাঙ্গু ও কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে, পরবর্তীতে এই দু'টি নদী বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়েছে।

- **বিদ্যমান কৃষি জমি:** বাফার জোন এবং ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কৃষি জমি বিদ্যমান, যেখানে বিভিন্ন ধরণের ফসল নিয়মিত চাষ করা হয়।

- **উপজাতি পল-ী:** ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় ত্রিপুরা, মার্মা, চাকমা, তংচঙ্গা, খেয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বসতি রয়েছে।

- **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:** ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় একটি হাই স্কুল, কয়েকটি ফোরকানিয়া ও এবতাদিয়া মাদ্‌রাসা, দুইটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি রেজিস্ট্রাড প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বিভিন্ন এনজিও সংস্থা পরিচালিত কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

- **অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ** একটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, একটি পুলিশ তদন্ড় কেন্দ্র, একটি ডাকঘর, কোডেক, গ্রামীণ ব্যাংক, আইডিএফ, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার কার্যালয় রয়েছে।

৬.৩ ভূমি ব্যবহারে বর্তমান অবস্থা

সর্বমোট ২,৯৯৬ হেক্টর আয়তনের ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় প্রাকৃতিক বন রয়েছে প্রায় ২০০০ হেক্টর। এছাড়া বিভিন্ন মেয়াদী বাগান রয়েছে ১১৩.৪০ হেক্টর; তন্মেধ্যে বেত বাগান ৫৭.০০ হেক্টর, বাঁশ বাগান ৯.০০ হেক্টর, আগর বাগান ২০.০০ হেক্টর, স্বল্প মেয়াদী বাগান ১১.০০ হেক্টর, এবং দীর্ঘ মেয়াদী বাগান ১৬.৪০ হেক্টর। বর্তমানে প্রায় ২০.০০ হেক্টরের অধিক জমি জবর দখলে আছে। সংশি- ষ্ট কর্তৃপক্ষ অত্যন্ড় সচেতন না হলে এ দখলের পরিমাণ দ্র"ত আরও বাড়তে পারে। বাদবাকী এলাকায় ন্যাড়া পাহাড় রয়েছে। ভিলেজারের সংখ্যা ৩৫ পরিবার, আর এসব পরিবারের সদস্য সংখ্যা হাজারেরও অধিক।

বনের অভ্যন্ড়রে যে সকল এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে না এমন কিছু এলাকায় বন বিভাগ ইতিমধ্যে এনরিচমেন্ট বাগান সৃজন করেছে। স্থানীয় জনসাধারণ ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় জবরদখলকৃত বনভূমিতে কৃষি কাজ মূলতঃ সব্জি চাষ করে। কৃষি ও সব্জি চাষে উৎপাদিত ফসল তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জনেও সহায়তা করে।

৬.৪ স্টেকহোল্ডার পর্যালোচনা

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার চারপাশে নিম্নবর্নিত তিন ধরনের স্টেকহোল্ডার রয়েছে। যথাঃ

- **প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডারঃ** বন বিভাগ, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা, ইউনিয়ন পরিষদ, ব্যাংক এবং পুলিশ।

- ❖ **প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারঃ** জ্বালানী কাঠ সংগ্রাহক, অবৈধ বৃক্ষ নিধনকারী ও পাচারকারী, বাঁশ ও কাঠ সংগ্রাহক, শাক-সব্জি সংগ্রহকারী, মধু সংগ্রহকারী, বনের জমি জবরদখলকারী, জুম চাষি, পর্যটক, শিকারী ইত্যাদি।

- ❖ **দ্বিতীয় স্তরের স্টেকহোল্ডারঃ** কাঠ ব্যবসায়ী, ফার্নিচার ব্যবসায়ী, ইত্যাদি।

ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার আওতায় ৮টি গ্রাম/পাড়া ও ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় আনুমানিক প্রায় ২,৪০০ পরিবারে জনসংখ্যা প্রায় ১২,০০০ জন। এখানে বয়স্ক শিক্ষার হার প্রায় ৩.৫%। প্রায় ৭০% জনগোষ্ঠী কৃষি ও বন নির্ভর, ২০% দিন মজুর, ২% মৎস্যজীবী এবং ৮% অন্যান্য পেশায় জড়িত।

৬.৫ কৃষি জমি এবং বসত ভিটার ব্যবহার

ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় এবং অনেক সময় অবৈধ ভাবে জবরদখলকৃত বনভূমিতে ধান ও সব্জি চাষ করে স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পরিবারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি জীবিকা উপার্জন করে। ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় তরমুজ, ভাঙ্গি, ভূট্টা, ধান চাষ, লেবু, পেয়ারা, আদা, হলুদ, মরিচ, আলু, শিম, বরবটি, লাউ, কুমড়া, শশা, ঢেঁড়শ, করলা সহ মৌসুমী সবজি বেশ জনপ্রিয় এবং জীবিকা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। বসত বাড়ীতে ফলজ গাছ, বনজ গাছ, ঔষধী গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করা হয়। এছাড়া কিছু এলাকায় তামাক চাষ করা হয়।

পার্ট - ২

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কৌশলগত সুপারিশসমূহ

১.০ সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কৌশলগত দিক এবং বাস্ড়বায়ন সুপারিশমালা

১.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং কৌশল সমূহ

দীর্ঘ মেয়াদী সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হল ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমান বন এবং বন্যপ্রানী টিকিয়ে রাখা সহ এর জীববৈচিত্র্যকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষন করার পাশাপাশি এই বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগনের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গুলো নিম্নরূপঃ

- এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্ড়বায়নে সাহায্য করবে। এখানে এলাকায় স্থানীয় জনগনকে সুবিধাভোগী (স্টেকহোল্ডার) হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে
- সহ-ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সকল ব্যাক্তিবর্গের অংশগ্রহনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ড় গ্রহন এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে তা কাজে লাগানো
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য পদ্ধতি প্রণয়ন, কর্ম প্রক্রিয়া নির্ধারণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সক্ষমতা অর্জন এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা
- টিকে থাকতে সক্ষম এমন বন্যপ্রাণীকে সংরক্ষণ করা যার অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন প্রাণী, হুমকীর মুখে থাকা প্রাণী, সংরক্ষিত প্রাণী, দুর্লভ প্রজাতির গাছ এবং বন্যপ্রাণী
- যত দ্রুত সম্ভব উদ্ভিদকুল, প্রাণীকূল ও ভৌত উপাদান সম্পর্কিত বিষয় পুনরুদ্ধার করা সহ বনজ এবং বন্যপ্রানীর প্রতিবেশের উন্নয়নের ধারা বহাল রাখা
- নির্দিষ্ট কিছু স্থানে পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা, পর্যটন স্পট, পিকনিক স্পট, ইকোকটেজ এবং দর্শনার্থীদের ভ্রমণের জন্য নতুন ট্রেইল নির্মান করা
- সর্বোপরি, বিকল্প আয় সৃষ্টি সংক্রান্ড় কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো, তাদের নিজ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং জীবিকার উন্নয়ন
- রক্ষিত এলাকার লোকজনকে জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব পর্যটন, ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য মুল কার্যক্রমের পাশাপাশি নিম্নোক্ত কার্যক্রমগুলোও হাতে নিতে হবে ঃ

- জরিপের মাধ্যমে অভয়ারণ্যের সীমানা চিহ্নিত করা
- এমন একটি সহ-ব্যবস্থাপনা মডেল গড়ে তোলা যার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে স্থানীয় জনগন, যারা জীববৈচিত্র সংরক্ষন বিষয়ক নির্দেশনা প্রণয়ন, সহ-ব্যবস্থাপনাকে রক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের সাথে সংগতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা, বনের উপর নির্ভরশীলতা কমানো, বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ে দিক নির্দেশনা সহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে
- জীববৈচিত্র্য সম্পর্কিত নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা
- বন বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা যাতে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বনবিভাগটি যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে
- সংরক্ষণ সম্পর্কে এলাকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সংরক্ষণ বিষয়ক ইস্যুতে সম্প্রসারন কার্যক্রম গড়ে তোলা

- স্থানীয় সুবিধাভোগীদের (স্টেকহোল্ডার) এবং বন বিভাগের কর্মচারীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা সহ বিভিন্ন দেশের সহ-ব্যবস্থাপনা কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশ-বিদেশের অন্যান্য সংরক্ষিত অঞ্চল পরিদর্শন, আয়-বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিসহ রক্ষিত এলকার সুবিধা উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- উদ্যানের জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সহ দর্শনার্থীদের জন্য সুবিধার উন্নয়ন করা
- অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের যোগান বৃদ্ধি করা।দেশীয় জাতের চারার মাধ্যমে বনায়নকে উৎসাহিত করা এবং ধীরে ধীরে বিদেশী জাতের গাছের স্থলে দেশীয় জাতের চারা রোপন করা
- প্রধান সুবিধাভোগীদের (স্টেকহোল্ডারদের) জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.২ সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করা হচ্ছে। সহ-ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী ও সহযোগী সকলেরই রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষন এবং রক্ষিত এলাকার উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সকল স্টেকহোল্ডারদের কার্যকরী অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনার এই প্রক্রিয়াই হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা।

১.২.১ সহ-ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য সমুহ

- রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র্যের দীর্ঘ মেয়াদী সংরক্ষন নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনসাধারনকে প্রধান স্টেকহোল্ডার হিসাবে অংশ গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করা
- রক্ষিত এলাকার আশপাশে বসবাসকারী জনগনের অংশগ্রহন ভিত্তিক বনজ সম্পদের ব্যবহার ও বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোর পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
- রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার জন্য অবকাঠামো, প্রশিক্ষন এবং যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিসহ উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো নিশ্চিতকরন
- পরিবেশ পর্যটনকে উৎসাহিত করা এবং দর্শনার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় জনগনের পরামর্শ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যম সহ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া
- রক্ষিত এলাকায় বন এবং বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান সহ প্রয়োজনীয় গবেষণার বিষয় সনাক্ত করা
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব ও এর সাথে খাপ খাওয়ানোর কৌশল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

১.২.২ সহ ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ

সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন হচ্ছে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিয়োজিত সংগঠন। এই সংগঠন হচ্ছে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুনির্দিষ্ট রক্ষিত এলাকার সাথে বিভিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সরকারি বিভাগের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত। ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো হলো: সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (সিএমসি), সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি), পিপল্স ফোরাম (পিএফ), ভিলেজ কনজারভেশন ফোরাম (ভিসিএফ), বন সংরক্ষণ ক্লাব ও বন টহল দল (সিপিজি)।

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্কিং তৈরীর মাধ্যমে নিমোক্ত উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হতে পারে ঃ

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক তৈরী
- রক্ষিত এলাকা সহ-ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত সামর্থ্য উন্নয়ন
- সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় নতুন নতুন এলাকা অন্তর্ভূক্ত করা
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ এবং এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিতে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
- বন নির্ভরশীল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা ও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
- সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার মধ্যে বন ও বন্যপ্রানী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিকতর যোগাযোগ বৃদ্ধি।

১.২.৩ সুবিধা সমূহের বন্টন এবং সহ-ব্যবস্থাপনা চুক্তি

৫০ শতাংশ রাজস্ব আয় রক্ষিত এলাকার উন্নয়নে ব্যয় ঃ

রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকান্ড হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ পরবর্তী বছর রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্যয় করার জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: রক্ষিত এলাকায় দর্শনার্থী কর্তৃক প্রদেয় প্রবেশ ফি, পাকিং ফি, স্টুডেন্ট ডরমেটরী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট পরবর্তী বছর ফেরত দেয়া হয়। এ অর্থ রক্ষিত এলাকার জীববৈচিত্র সংরক্ষন এবং উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এছাড়াও সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাধ্যমে সৃষ্ট বন হতে নিম্নরূপে লভ্যাংশ বন্টিত হতে পারে:

ক) স্থানীয় জনগন নিজেদের উদ্যোগে বন বিভাগের ভূমিতে গৃহীত সামাজিক বনাবয়নের ক্ষেত্রে

১) বন অধিদপ্তর ২৫%

২) উপকারভোগী ৭৫%

খ) স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে সরকারি আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ভূমিতে সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে

১) বন অধিদপ্তর ১০%

২) উপকাভোগী ৭৫%

৩) ভূমির মালিক সংস্থা ১৫%

গ) বন অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যকোন ব্যক্তি অথবা সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানা বা দখলী স্বত্ত্বাধীন সংকীর্ন ভূমিতে (স্ট্রীপ) বৃক্ষরোপনের ক্ষেত্রে ঃ

১) বন অধিদপ্তর ১০%

২) ভূমির মালিকানা বা দখলী স্বত্ত্বাধীকারী ব্যক্তি বা সংস্থা ২০%

৩) উপকারভোগী ৫৫%

৪) স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ৫%

৫) বৃক্ষরোপন তহবিল ১০%

১.২.৪ ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল

ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন রক্ষিত এলাকার অভ্যন্ড়রে এবং আশেপাশে ব্যাপক সংখ্যক জনগন রয়েছে যাদের অধিকাংশের জীবিকা বিদ্যমান বনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। এই জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টি সহ সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে আইপ্যাক প্রকল্প ল্যান্ডস্কেপ উন্নয়ন তহবিল প্রদানের মাধ্যমে গুর"ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই তহবিল জীববৈচিত্র সংরক্ষন সহ বননির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয় সৃষ্টিতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু এই বিশাল কর্মকান্ড অন্যান্য সংশি- ষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এককভাবে আইপ্যাক প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্য নিসর্গ নেটওয়ার্ক সংশি- ষ্ট অংশীদার ও সমর্থনকারী বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ও অংশীদারিত্ব প্রয়োজন। বিকল্প আয় বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উদ্যোগ সমূহে সংশি- ষ্ট সংস্থাকে জড়িত করার মাধ্যমে কোন জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

২.০ আবাসস্থল পূনরদ্ধার কর্মসুচি

২.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- রক্ষিত এলাকার এনরিচমেন্ট বনায়নের মাধ্যমে গাছের সংখ্যা এবং প্রজাতি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা
- বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক প্রজনন ও বিচরণ নিশ্চিত করা,
- বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা,
- অবৈধ শিকার ও আহরণ বন্ধ করা,
- বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির সংরক্ষণ এবং এর বংশ বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

২.২ বর্তমান বনাঞ্চল এবং জলাভূমির ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপ হালনাগাদ করণ

ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সম্পদ চিহ্নিত করে প্রস্তুতকৃত বিদ্যমান ম্যাপ হালনাগাদ করা। এ ব্যাপারে বন বিভাগের রিমস্ (Rims) ইউনিট হতে সহায়তা গ্রহন করা যেতে পারে। উলে- খ্য যে রিমস্ ইউনিট এব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

২.৩ সীমানা চিহ্নিতকরণ

- সীমানা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথভাবে সার্ভে করার পর সীমানা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সীমানা পিলার স্থাপন করা যেতে পারে। এর পাশাপাশি সচেতনতা ও নির্দেশনামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ডও স্থাপন করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে স্থাপিত সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মেরামত ও পূণঃমুদ্রণ করা প্রয়োজন।

২.৪ অবৈধভাবে গাছ কাটা/বনে আগুন দেয়া/পানি সেচা এবং পশু চরাণো নিয়ন্ত্রণ

উলেণ্ঢখিত বিষয়ে নিম্নবর্নিত পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে:

- অবৈধ গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণে বন বিভাগের কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ করা
- বন টহল দল পূর্ণগঠন ও শক্তিশালী করা
- যৌথ টহল দলের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে, বিভিন্ন প্রকল্প ও দাতা সংস্থা হতে সাহায্য আহবান করা
- রক্ষাকাজে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মাঠকর্মী ও স্থানীয় লোকজনদের কেউ দৃষ্টান্ড়মূলক অবদান রাখতে পারলে তাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা
- সহ-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- বন নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বিকল্প আয়-বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা
- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- অবকাঠামো (স্কুল, রাস্ড়াঘাট, ব্রীজ / কালভার্ট) উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্ড়বায়ন
- আগুন নির্বাপনী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ করা
- বনে গোচরন বন্ধে গবাদী পশুর মালিকদের অবহিত করা সহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাটা তারের বেড়া নির্মাণ
- বনভূমির অবৈধ দখল মুক্ত করা ও অবৈধ দখলরোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন
- ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় প্রয়োজনে আরও ভিসিএফ গঠন করা
- সিএম সি ও বন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্ড়গ্রহণ ও বাস্ড়বায়নে পদক্ষেপ গ্রহন।

৩.০ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঃ

- হুমকীর সম্মুখীন নির্বাচিত বনাঞ্চলের কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাতে করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পায়
- বনকে উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সংরক্ষণের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী বসবাসের উপযোগী করে তোলা
- বনের সম্ভাবনাময় উৎস্যগুলোকে সংরক্ষণ করা যার মধ্যে নির্বাচিত জীববৈচিত্র্যও অন্ড়র্ভূক্ত থাকবে

- স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ ও কার্যকর অংশগ্রহনের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে শক্তিশালীকরণ, ইত্যাদি।

৩.১ ল্যান্ডস্কেপ এলাকা ব্যবস্থাপনা

- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় স্ট্রীপ বনায়ন, সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ব্রীজ, কালভার্ট সংস্কার / নির্মান, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ, সেনিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বল্পমূল্যে উন্নত চুলা স্থাপন, ম্যালিরিয়া নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ কাজে অর্থের সংকুলান করতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রনয়ন ও দাতা সংস্থাগুলি হতে অর্থ সহায়তা গ্রহনের প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে
- সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার কর্মরত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা
- স্মরন রাখা প্রয়োজন যে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার উন্নয়ন ব্যতিরেকে রক্ষিত এলাকার সুষ্ট ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর নয়।

৩.২ রক্ষিত এলাকার মূল অংশ (কোর জোন) ব্যবস্থাপনা

৩.২.১ আবাসস্থল উন্নয়ন কার্যক্রম

৩.২.১.১ এনরিচমেন্ট প-ান্টেশন ঃ কোর জোনের ক্ষতিগ্রস্থ অংশে যেখানে প্রাকৃতিকভাবে বনের স্বাভাবিক পূনর"জ্জীবণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেখানে বনায়ন করা ও কপিচ কান্ড ব্যবস্থাপনা করা

৩.২.১.২ ঘাস জমির উন্নয়ন ঃ তৃণভোজী বণ্যপ্রাণীদের খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ঘাস বাগান সৃষ্টি

৩.২.১.৩ জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ ঃ বণ্যপ্রাণীদের জন্য বনের অভ্যন্ড়রে পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য জলাশয় খনন ও সংস্কার / পূণঃখনন করা

৩.২.১.৪ বিশেষ আবাসস্থল রক্ষণাবেক্ষণ ঃ বিশেষ বিশেষ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের আবাসস্থল ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। যেমন: হাতীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের (বাঁশ, কলাগাছ) ব্যবস্থা করা, উল-ুকের জন্য বড় / লম্বা গাছের আচ্ছাদন সৃষ্টি/রক্ষা করা প্রয়োজন। বন্যপ্রানীর খাবার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নিদিষ্ট প্রজাতির চারা দ্বারা বনায়ন অথবা বিদ্যমান ফলদ গাছ সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহন করা।

৩.২.২ আবাসস্থল পূনর"দ্ধার কার্যক্রম

৩.২.২.১ ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা

- বিদ্যমান ছড়া পূনঃখনন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাঁধ নির্মাণ করা,
- শুষ্ক ছড়া, খাল পূনঃখনন, প্রয়োজনে বাঁধ নির্মানের মাধ্যমে পানির পর্যাপ্ত প্রবাহ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে।

৩.২.২.২ পরিবেশ পুনর"দ্ধার

- বনকে কোলাহল ও যান্ত্রিক শব্দমুক্ত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
- পর্যটকদের বিচরণ বনের নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখা
- সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড, বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন করা
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- অভয়ারণ্যকে বানিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহার না করা
- কার্বন তহবিল হতে অর্জিত আয় পরিবেশ পুনর"দ্ধার ও উন্নয়নে বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় এবং ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বন নির্ভর দরিদ্র জনসাধারণের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

৩.৩ ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল

৩.৩.১ বাফার রিজার্ভ উপ-অঞ্চল

- বাফার জোনে ইতপূর্বে সৃষ্ট বাগান (যদি উপকারভোগী নিয়োগ না হয়ে থাকে) বন নির্ভর উপকারভোগীদের মাঝে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে বন্টন
- নতুন বাফার বাগান সৃষ্টি ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নতুন সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা
- কোর জোন সংরক্ষণে, বাফার ও সামাজিক বনের অংশীদারদের ভূমিকা/দায়-দায়িত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন বিভাগের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা, ইত্যাদি।

৪.০ জীবিকায়ন এবং ভেল্যু চেইন কর্মসুচি

৪.১ উদ্দেশ্য

- বিকল্প আয় সৃষ্টির মাধ্যমে বন নির্ভর জনগণের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়ন। যাতে বন নির্ভরতা কমিয়ে আনা যায়
- প্রাকৃতিক বন সৃষ্টিতে সহায়তা করা এবং পুরাতন বনের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সহ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ করা, ইত্যাদি।

৪.২ ভেল্যু চেইন এবং কনজারভেশন এন্টারপ্রাইজ

৪.২.১ কৃষি এবং উদ্যান বিষয়ক

- স্থানীয় জনগন যাতে তাদের উৎপাদিত ফসল ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সঠিক মূল্য পায় সে ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা এবং তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৪.২.১.১ সমন্বিত বসতভিটা খামার ব্যবস্থাপনা

বসত ভিটায় সম্বন্বিত ভাবে শাক-সবজি চাষাবাদ, হাঁস-মুরগী পালন, ফলজ বৃক্ষ রোপন, শুকর পালন, ইত্যাদি করা যেতে পারে।

৪.২.১.২ উচ্চফলনশীল ফসলের চাষাবাদ

- অধিক ফলনশীল শষ্য যেমন: ধান, গম, ভূট্টা, মূলা ও আলুর চাষাবাদ
- লেবু, পেয়ারা, আম ইত্যাদি ফলের গাছ লাগানো।

৪.২.১.৩ ভিলেজ/কমিউনিটি নার্সারি

- ফলজ ও বনজ বৃক্ষের নার্সারী স্থাপন ও বাজারজাত করণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা

৪.২.২ মৎস্য চাষ ঃ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বননির্ভর প্রকৃত মৎস্যচাষীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, উপকরণ সহযোগিতা প্রদান ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে প্রকৃত মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা

বনের বিভিন্ন প্রাকৃতিক ছড়ায় বাঁধ নির্মাণ করে (বনের ক্ষতি না হয় এমন স্থানে) মাছ চাষের ব্যবস্থা করা।

৪.২.৩ বাঁশ সম্পদ উন্নয়ন ঃ বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের নার্সারী স্থাপন, রোপন করাসহ বাশেঁর উৎপাদন বাড়ানো

৪.২.৪ হস্তশিল্প এবং তাঁত শিল্প ঃ বাঁশ ও বেতের বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুতে এবং সেলাই / দর্জি শিল্পের উন্নত প্রশিক্ষণ ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

৪.২.৫ ক্ষুদ্র ব্যবসা / ফেরি ব্যবসা ঃ ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার প্রকৃত বননির্ভর দরিদ্র জনগণকে ক্ষুদ্র ব্যবসা, ফেরি ব্যবসা করতে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান।

৪.২.৬ উন্নত চুলা

- উন্নত চুলা স্থাপনে দক্ষ কারিগর তৈরী করা
- উন্নত চুলা স্থাপনে ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা
- সিএমসি'র উদ্যোগে স্বল্প মূল্যে ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জনগণের মাঝে উন্নত চুলা স্থাপন/সরবরাহের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে, জিটিজেড অথবা এধরণের সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করা।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে বন নির্ভর দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ, বিষয় ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা।

৫.০ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী

৫.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- আগত পর্যটকগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যে ভ্রমন সহ পর্যাপ্ত জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের লক্ষ্যে পর্যটকদের পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বন বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের অবস্থান ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

৫.২ সুবিধাদি

- দুধপুকরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রানী অভয়ারন্যে প্রয়োজনীয় টয়লেট, পানিয় জলের ব্যবস্থা করা
- দূর থেকে আগত পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য বিশ্রাম কক্ষ/রেষ্ট হাউজ/স্টুডেন্ট ডরমিটরি নির্মান করা । বর্তমানে এ ধরণের কোন সুযোগ সুবিধা নেই
- অভয়ারণ্যে বিভিন্ন স্থানে পর্যটকদের বসার জন্য বেঞ্চ স্থাপন সহ পিকনিক স্পট নির্মান
- প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র / ইন্টারপ্রিটিশন সেন্টার স্থাপন
- দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের অভ্যন্ড়রে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক নাই। তাই, পর্যটকদের সুবিধার্থে ও পর্যটক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে বেজ সেট ও রিপিটার স্থাপনপূর্বক পর্যাপ্ত ওয়াকিটকির ব্যবস্থা করা
- পর্যটকদের বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করা
- ছোট ছোট সেতু ও সাঁকো নির্মাণ করা।

৫.৩ বনে রাস্তা/ট্রেইল নির্মাণ ও সংস্কার

- পুরাতন ট্রেইল সংস্কার সহ নতুন ট্রেইল নির্মান করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা,
- পর্যবেক্ষনের জন্য ট্রেইলের বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ স্থানে টাওয়ার নির্মাণ
- ট্রেইলে ব্রীজ ও বসার আসন তৈরী করা
- দিক নির্দেশনা মূলক বোর্ড/সাইনবোর্ড / ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন

৬.০ দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কর্মসুচি

৬.১ উদ্দেশ্যসমূহ: পর্যটকদের চিত্ত বিনোদন, থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ড় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

৬.২ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ বর্তমানে দেশের কোন স্থান হতে ধোপাছড়ি এলাকায় আসতে চাইলে সরাসরি কোন যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই। তাই অবিলম্বে শঙ্খ নদীর উপর একটি সেতু নির্মান করা হলে, পর্যটনের অপার সম্ভাবনার দ্বার যেমন উন্মোচিত হবে, তেমনি এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতির সঞ্চার হবে।

৬.৩ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

৬.৩.১ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন এলাকা চিহ্নিত করণ

- ধোপাছড়িতে কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করে পরিবেশ বান্ধব নৌকার ব্যবস্থা করা,
- প্রকৃতি ব্যাখ্যা কেন্দ্র / ইন্টারপ্রিটেশন স্টোর স্থাপন ও চালুকরণ
- পর্যবেক্ষণ টাওয়ার নির্মান
- শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার স্থাপন, ইত্যাদি।

৬.৩.২ সুবিধাদি উন্নয়ন

৬.৩.২.১ প্রবেশ ফি

- ধোপাছড়ি এলাকায় স্থায়ী টিকিট কাউন্টার তৈরী
- ধোপাছড়ি আওতাধীন অভয়ারন্যের প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ
- দক্ষ জনবল তৈরী / নিয়োগ

৬.৩.২.২ প্রকৃতি এবং হাইকিং ট্রেইল

- নতুন ট্রেইল তৈরী করে পর্যটকদের ভ্রমনের উপযোগী করা
- হাইকিং ট্রেইলে সচেতনতা ও সতর্কতামূলক (ছবি সম্বলিত) বিল বোর্ড / ম্যাসেজবোর্ড স্থাপন
- ট্রেইলে বর্জ্য ফেলার ডাস্টবিন স্থাপন
- টুরিস্ট নিয়মাবলী সম্পর্কিত লিফলেট তৈরী
- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা (প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া)

৬.৩.২.৩ পিকনিকের জন্য সুবিধাদি

- নতুন অন্তভূত: একটি পিকনিক স্পট নির্মাণ
- পিকনিক স্পটে স্থায়ী সেড নির্মাণ সহ উন্নত চুলা স্থাপন, নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন
- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকার বাসিন্দাদের উদ্যোগে পর্যটকদের সুবিধার্থে ক্যাটারিং সার্ভিস চালু করা।

৬.৩.২.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক পরিবেশ বান্ধব পর্যটন

- ল্যান্ডস্ক্যাপ এলাকায় পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বিস্তারে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, উপকরন ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- আগ্রহী উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বান্ধব কটেজ স্থাপনে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান
- আগত পর্যটকদের জন্য আদিবাসী সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উপস্থাপন এর ব্যবস্থা করা
- স্থানীয় খাদ্য, পোষাক বিক্রয়ের জন্য টুরিস্ট সপ সংস্কার এবং পরিচালনা/বন্দোবস্তপ্রদানের ব্যবস্থা
- ইকো-ট্যুর গাইডদের ইংরেজী ভাষা এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান সম্পন্ন উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের উদ্যোগে পর্যটকদের জন্য পরিবেশ বান্ধব যানবাহনের ব্যবস্থা করা
- অভয়ারণ্যের বিভিন্ন গুর"ত্বপূর্ণ প্রাণী, উদ্ভিদ এবং সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত লিফলেট প্রস্তুত ও পর্যটকদের মধ্যে বিতরণ করা
- পর্যটকদের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অভয়ারণ্যের অন"ড়তঃ ০৩টি গুর"ত্বপূর্ণ স্থানে ওয়াকিটকিসহ তথ্যকেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, ইত্যাদি।

৬.৩.২.৫ পরিবেশ বান্ধব পর্যটন নিয়ন্ত্রণ

- অভয়ারণ্যে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অবগতির জন্য সংরক্ষিত এলাকার নিয়মনীতি সম্বলিত লিফলেট উপস্থাপন
- অভয়ারণ্যের নির্দিষ্ট স্থানে ভ্রমণ সীমাবদ্ধ রাখা
- ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার, স্টুডেন্ট ডরমিটরি, পিকনিক স্পট ও ট্রেইলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন
- ইন্টারপ্রিটিশন সেন্টার (প্রকৃতি ব্যাখ্যাকেন্দ্র) স্থাপন
- পর্যটন সহায়ক পুলিশদের ইকো-ট্যুরিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ওরিয়েন্টেশন প্রদান

৬.৪ সংরক্ষণ বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা সৃষ্টি

৬.৪.১ পর্যটন শিক্ষার জন্য ইন্টারপ্রিটেটিভ মাধ্যম

- সভা, সমাবেশ, সেমিনার, লিফলেট, নাটক, জারিগান ও ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা
- প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা
- পর্যাপ্ত তথ্য সমৃদ্ধ প্রচারপত্র তৈরী করা, ইত্যাদি।

৬.৪.২ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা

- উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পরিবেশ/জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন প্রদান
- যুব ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে স্থানীয় গ্রামীন বাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা করা
- পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ক বিভিন্ন দিবস পালন এবং জনসাধারনের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- সুশীল সমাজের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান করা, ইত্যাদি।

৭.০ কমিউনিটি মনিটরিং এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কর্মসুচি

৭.১ উদ্দেশ্যসমূহ

- সহ-ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটির মাধ্যমে উদ্যান ব্যবস্থাপনা/পরিবেশ/জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রয়োজনীয় ফলো-আপ / মনিটরিং করা
- ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ড় দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা, ইত্যাদি।

৭.২ সংরক্ষণ বিষয়ক মনিটরিং

- পরিবেশ/জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম যথার্থভাবে বাস্ড়বায়ন করা
- সংরক্ষণ বিষয়ক মনিটরিং কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন করা, ইত্যাদি।

৭.৩ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- সংরক্ষণ কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সংরক্ষণের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
- গ্রাম সংরক্ষণ ফোরাম ও পিপল্স ফোরাম সদস্য এবং নিসর্গ সহায়কদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সংবেদনশীলতা তৈরী করা, ইত্যাদি।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মসূচী

৮.১ উদ্দেশ্যসমূহ

অভয়ারণ্যে ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে কার্যকরভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ণ, বাস্ড় বায়ন, পরীবিক্ষণের জন্য দক্ষ জনবল নিয়োগ সহ নথিপত্র ও হিসাব সংরক্ষণ করা।

৮.২ স্টাফিং

- সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের দপ্তর গুলোতে প্রয়োজনীয় জনবর নিয়োগ সহ তাদেরকে সহ-ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষন প্রদান
- টিকিট কাউন্টার সহকারী, সুপারভাইজার ও উদ্যান ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান
- অভয়ারণ্যে ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ জীববৈচিত্র সংরক্ষণে গঠিত উপ-কমিটি সমূহের সদস্যদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

৮.৩ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

- অভয়ারণ্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষন আয়োজন করা
- গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটি/পর্যবেক্ষন কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ ও যথাযথভাবে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সংবেদনশীলতা তৈরী, ইত্যাদি।

৯.০ বাজেট

৯.১ প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং নির্দেশক বাজেট প্রাক্কলন

- **দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের** ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গ্রহীত কার্যক্রমের বাস্ড়বায়নযোগ্য বাৎসরিক/পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও সম্ভাব্য খরচের বাজেট প্রস্তুত এবং সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উহার বাস্ড়বায়ন
- কার্যক্রম বাস্ড়বায়নে নিজস্ব তহবিল সৃষ্টি ও বহিঃ উৎস্য খোঁজা
- প্রাক্কলিত বাজেট নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যক্রম সঠিক ভাবে বাস্ড়বায়ন করা

৯.২ বাজেট পরিবর্তন/পরিমার্জন

কাজের প্রয়োজনে উলে- খিত বাজেট যেকোন সময় সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবর্তন/পরিবর্ধন / পরিমার্জন করা যেতে পারে।

১০.০ সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কৌশল

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলি যাতে ফলপ্রসু এবং কার্যকর ভাবে রক্ষিত এলাকা গুলো সংরক্ষন এবং উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবহিকতা বজায় রাখতে পারে সেই লক্ষ্যে আইপ্যাক এর কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় এবং বাস্ড়বসম্মত পদক্ষেপ গ্রহনের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

১০.১ আইপ্যাকের আওতাধীন রক্ষিত এলাকার জন্য এলাকা ভিত্তিক ধারাবাহিকতার কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন

ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে ১৭টি রক্ষিত বন এবং ৫টি রক্ষিত জলাভূমির জন্য যে ২৩টি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রনয়ন করা হয়েছে তাতে দিকনির্দেশনা সম্বলিত এ অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থপনা সংগঠনগুলি যদি সহ-ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় উলে- খিত দিকনির্দেশনা মোতাবেক তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমগুলো যথাযথ ভাবে পরিচালনা করে তবে প্রকল্প মেয়াদান্ড়ে তাদের ধারাবাহিকতা অবশ্যই বজায় থাকবে।

১০.২ ধারাবাহিকতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষনের মাধমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিসহ দলগত কর্মদক্ষতা উন্নয়নের ভিত্তিতে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা আইপ্যাক প্রকল্পের অন্যতম মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এখানে উলে- খ করা প্রয়োজন যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সেই মোতাবেক সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলি তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে কিনা সেই বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন ঃ

- ❖ যথাসময়ে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নির্ধারিত সভাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়া (যেমন: সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি, পিপলস্ ফোরাম, নিসর্গ সহায়ক, ভিলেজ কমিউনিটি ফোরাম এর নির্ধারিত সভাগুলো)।
- ❖ প্রতিটি সভার কার্যবিবরনীসহ সিদ্ধান্ড়নির্ধারিত মহলে প্রেরন করা
- ❖ ভিসিএফ, এনএস, বন সংরক্ষণ ক্লাব, বন পাহারাদল এবং পিএফ সংগঠন গুলোর কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে সিএমসি কর্তৃক মনিটর করা।
- ❖ সংশি- ষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্ধারিত সভাগুলো যথা সময়ে সম্পাদন করা, ইত্যাদি।

এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনা যাতে নিয়মনীতি মোতাবেক স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হয় সে বিষয়েও নিশ্চিত হতে হবে। যেমনঃ

- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের (সিএমসি/আরএমও) বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে অনুমোদন করা
- ❖ সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের সকল আয় ব্যয় স্বচ্ছতার সাথে হিসাবায়িত করা
- ❖ দক্ষতার সাথে রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি সহ অন্যান্য ফি আদায়
- ❖ কাউন্সিল কমিটিতে সিএমসি/আরএমও এর আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং অনুমোদন করিয়ে নেওয়া
- ❖ নির্ধারিত সময়ে অভিজ্ঞ অডিটর দ্বারা হিসাব নিকাশ অডিট করানো, ইত্যাদি।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং স্বচ্ছ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উপরই সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের ধারাবাহিকতা নির্ভলশীল।

উলে- খ্য যে সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি 'পারফরমেন্স মনিটরিং স্কোরকার্ড প্রনয়ন করা হয়েছে যা কার্যকর ভাবে সম্পাদিত কার্যক্রম/উন্নয়ন ধারাবাহিক ভাবে মূল্যায়িত হচ্ছে। প্রসঙ্গত যে এই কার্য্যক্রমের মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা এবং প্রতিশ্র"তি বৃদ্ধি পাবে যা সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলোর সাথে সংরক্ষনের বিষয়ে সমর্থন বৃদ্ধি করবে ফলশ্রুতিতে একত্রে কাজ করা সহজ হবে।

১০.৩ দীর্ঘ মেয়াদী এবং সম্বন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা

প্রতিটি রক্ষিত এলাকায় নিদিষ্ট সম্ভাবনাময় বিষয়গুলি চিহ্নিত করে দীর্য়মেয়াদী এবং সমন্বিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে সকল সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সোসাল ওয়েল ফেয়ার দপ্তরে নিবন্ধন করা যাতে তারা তহবিল সংগ্রহ/সৃষ্টি এবং এর ব্যবস্থাপনা করতে পারে। তহবিল সংগ্রহ সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে ঃ

- ❖ রক্ষিত এলাকার প্রবেশ ফি, পার্কিং ফি ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্ত রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ
- ❖ রক্ষিত এলাকার ইকো-ট্যুরিজম থেকে প্রাপ্য আয়ের ভাগ
- ❖ আরন্যক ফাউন্ডেশন, জিআইজেড বা অনুরুপ অন্যকোন সংগঠনের সাথে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সেতুবন্ধন স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফান্ড,
- ❖ কার্বন ফান্ড,
- ❖ সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্তির সুযোগ করিয়ে দেওয়া,
- ❖ অন্যান্য দাতা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সমর্থন প্রাপ্তির লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন এবং দাখিল করা, ইত্যাদি।

উলে- খিত সম্ভাবনাগুলো যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো গেলে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান রাখবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

১০.৪ 'নিসগ্য নেটওয়ার্কের' পলিসি এবং আইনগত সমর্থন নিশ্চিতকরন

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে 'পলিসি এবং আইনগত' সমর্থন লাভের লক্ষ্যে নতুন 'রক্ষিত এলাকা নীতিমালা' প্রনয়নসহ সহ সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে অর্ন্ড়ভূক্ত করে বিদ্যমান 'বন আইন' সংশোধন কার্যক্রম প্রায় চূড়ান্ড় পর্যায়ে। বন্যপ্রানী (সংরক্ষন ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ ইতোমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে, যেখানে সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জাতীয় বন নীতিতে ও 'সহ-ব্যবস্থাপনা ধারনাকে' অর্ন্ড়ভূক্ত করে একটি যুগোপযোগী জাতীয় বন নীতি প্রনয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইপ্যাকের অর্জন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক।

রক্ষিত এলাকার সহ-ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মহলে তুলে ধরা সহ সরকারী সমর্থন আদায় এবং সরকারী আর্থিক এবং কারিগরী সহায়তা প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রগুলি কাজে লাগানো গেলে সরকারের সক্রিয় / ফলপ্রসু সহযোগী হিসাবে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ধারাবাহিকতা রক্ষা নিশ্চিত হবে।

১০.৫ মত-বিনিময়ের মাধ্যমে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলির মধ্যে নেটওর্য়াক স্থাপন

রক্ষিত এলাকা সংরক্ষনে 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' বাংলাদেশ সরকারের আইন এবং পলিসি গত সমর্থন লাভ সহ আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির নিমিত্তে কার্য্যকর প্রভাব বিস্ড়রের লক্ষ্যে একটি জাতীয় কণ্ঠ (National Voice) এবং মঞ্চ (Platform) স্থাপনের জন্য সহ-ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্য্যকর নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা জর"রী। এই লক্ষ্যে সহ-ব্যবস্থাপনা সংগঠন গুলোর সংশি- ষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা জর"রী। এছাড়াও সহ-ব্যবস্থাপনা নেটওর্য়াক এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় ফোরামে সহ-ব্যবস্থাপনা বিষয়টি উপস্থাপনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

১১.০ জলবায়ু পরিবর্তন এবং সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

১১.১ জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু হচ্ছে কোন এলাকার কমপক্ষে ৩০ বছরের গড় আবহাওয়া। কোন নির্দিষ্ট ঋতুতে একটি এলাকার আবহাওয়ার লক্ষণীয় পরিবর্তন হয় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা কিন্তু মানুষের কর্মকান্ডে তা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মানব অস্ড়িত্বসহ এ গ্রহের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন।

১১.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণ ঃ যেমন: ভূ-কম্পন, সৌর শক্তির তারতম্য, পৃথিবীর কক্ষীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরি, সামুদ্রিক স্রোতের তারতম্য, ক্রমাগমন ইত্যাদি।

মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ যেমন: গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, বনাঞ্চল ধ্বংস, ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ইত্যাদি।

১১.৩ দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহ

১১.৩.১ অতি বৃষ্টিপাত

জলবায়ু পরিবর্তত হলে দেশব্যাপী বর্ষা মৌসুমে কর্নফুলী ও সাঙ্গু নদী সহ বৃষ্টিপাত অতিমাত্রায় বাড়বে। এতে বর্ষায় বিশেষ করে সাঙ্গু নদী ও নালাগুলোতে পানিপ্রবাহ বাড়বে, বাড়াবে বন্যার প্রকোপ। অধিক বৃষ্টি, আকস্মিক বন্যা ও মৌসুমী বন্যার পরিমান বৃদ্ধির কারণে আউস বা আমন চাষের এলাকা কমে যাবে এবং ফসলের উৎপাদন ব্যাহত হবে।

১১.৩.২ নদীর ক্ষীণ প্রবাহ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে কর্নফুলী ও সাঙ্গু নদী সহ দেশের প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ আরো হ্রাস পাবে। নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। নদী পথে নাব্যতা সংকটের কারণে অনেক এলাকার নৌপথ শুষ্ক মৌসুমে চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

১১.৩.৩ আকস্মিক বন্যা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ বর্গ কিঃমিঃ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ১,৮০০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। পাহাড়ী এলাকার বৃষ্টিপাতের বাৎসরিক পরিসংখ্যান ও সুরমা-কুশিয়ারা-মনু এবং খোয়াই নদীর পানি প্রবাহের ধরন থেকে দেখা গেছে যে, প্রতি ২-৩ বছর পর পর বাংলাদেশ এরকম আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়।

১১.৩.৪ খরার প্রকোপ

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশী হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম হলে এবং স্থানীক বিচারে বৃষ্টিপাত সমভাবে বন্টিত না হলে খরা দেখা দেয়। কোন অঞ্চলের মাটিতে আর্দ্রতার অভাবে দেখা দেয় খরা; এতে ফসল হানি ঘটে এবং উদ্ভিদাদি জন্মাতে পারে না।

১১.৩.৫ ঝড় ঝঞ্ঝা

উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে ঝড়ের উদ্ভব হয়। পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই ঘূর্ণিঝড়ের অন্যতম প্রধান কারণ। বাংলাদেশ প্রতি বছর মে-জুন এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণি ঝড়ের ফলে উত্তর-পূর্বের জেলা সমূহ সহ দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রানী অভয়ারণ্যের বৃক্ষসমূহ ঝড় ঝঞ্ঝার কারনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১১.৩.৬ নদীতীর ও মোহনায় ভাঙ্গন ও ভূমি গঠন

বিগত ৪০ বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, এ অঞ্চলে ভূমি ক্ষয় ও নদী ভাঙ্গন বেড়েছে।

১১.৪ জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জন্য করণীয় সম্ভাব্য অভিযোজন সমূহ

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি ও দূর্যোগ হ্রাসের নিমিত্ত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের জন্য নিম্নবর্নিত অভিযোজন গ্রহন করা যেতে পারে। উলেণ্যখ্য যে, ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এলাকায় ৮ টি ভিসিএফ পর্যায়ে (গ্রাম পর্যায়ে) অভিযোজন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা সমূহ বাস্ড় বায়নের দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১.৪.১ ঝড় ঝঞ্ঝা/আকস্মিক বন্যা/অতি বৃষ্টিপাত জনিত কৃষি ঝুঁকির অভিযোজন

- কম সময়ে পাকে এমন ধানের জাত উদ্ভাবন করে তার চাষ করা,
- এলাকায় বাড়ীঘর, রাস্ড়াঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো অকাল বন্যা ও ঝড় সহিষ্ণু করে তৈরী করা,
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ড় নীতিমালায় পরিবর্তন আনা এবং ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা
- কৃষি, মৎস্য ও পশু পালন ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্নত পরিবর্তন আনা, দুর্যোগ সময়ের আগেই কাটা যায় এমন ফসলের চাষ করা,

- ভাসমান সবজী বাগান এবং উঁচু পিট পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে ফসল উৎপাদন করা,
- প্রয়োজনীয় সংখ্যায় এলাকা ভিত্তিক গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরী করে মৌসুমে উৎপাদিত খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করা, যাতে আপদকালীন সময়ে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়, ইত্যাদি।

১১.৪.২ পানির ঝুঁকির অভিযোজন

- শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকটের কারণে ফসল ও মাছের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ড় হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এর মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে। এ ক্ষেত্রে হাজা মজা পুকুর পুণঃ খননের ব্যবস্থা করে মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
- বিশুদ্ধ পানির অভাবে নানাবিধ পানি বাহিত রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ড়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে খাবার পানি হিসেবে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা করা এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।

- ভূ-উপরিভাগের পানি পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কাজ করা সহ পর্যাপ্ত সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- ভু-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার হ্রাস করে চক্রাকারে পানি শোধন করে ব্যবহার করা সহ নদী খালের পানি বিশুদ্ধ রাখা এবং পয়ঃ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা।

১১.৪.৩ স্বাস্থ্য ঝুঁকির অভিযোজন

- প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশে জলবায়ুর পরিবর্তনে স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব দেখা দেয় এবং এতে শিশুরাই অধিক হারে আক্রান্ড় হয়। শিশুদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানো সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্ড়র্ভূক্ত করা জর"রী।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তার উপর গবেষণা পরিচালনা করা এবং এর ফলাফলের ভিত্তিতে কর্মসুচি গ্রহণ করা।

১১.৪.৪ উন্নয়ন ঝুঁকির অভিযোজন

- এলাকা ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থার উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী জোনিং করে সে মতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। যেমন: নদী ভাঙ্গন বৃদ্ধি পাবে এমন অঞ্চল, খরাক্রান্ড় বা বন্যা কবলিত হবে এমন অঞ্চল, ইত্যাদি।
- কৃষি খাতের উন্নয়নে ক্ষতি এড়ানোর জন্য কম সময়ে পাকে এমন ফসলের জাত এবং বন্যার ঝুঁকি এড়ানো যায় এরকম চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন করা।
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সংশি- ষ্ট সকল সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জলবায়ু পরিবর্তন, এর প্রভাব ও খাপ খাওয়ানোর উপায়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া।
- প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ড় ঝুঁকি মোকাবেলার পরিকল্পনা রাখা এবং এ সংক্রান্ড় প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখা।

১১.৪.৫ খরা ঝুঁকির অভিযোজন

- খরা বৃদ্ধির ফলে ফসল হানি ঘটছে, দেখা দিচ্ছে খাদ্যাভাব। অনাহারে-অর্ধাহারে ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্যহীনতা দেখা যাচ্ছে ব্যপকহারে।

- অনাবৃষ্টি ও খরার কারণে অনেক জলাভূমি শুকিয়ে যাবে। ফলে জলাভূমি থেকে প্রাপ্ত খাদ্যের যোগান (মাছ, শাক-সবজি) কমে যাবে। এতে খাদ্যের অভাবসহ মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং দরিদ্র জনগণের খাদ্য ঝুঁকি বাড়বে।

১১.৫ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায়সমূহ

- সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম-ভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলায় দল গঠন
- দুর্যোগ পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ সহ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহণ
- গ্রাম ভিত্তিক তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সহ গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধন
- কমিউনিটি ভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং সময়মত আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্ড়র
- বেড়ীবাঁধ/বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ/এলাকাভিত্তিক গবাদি পশুর আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ
- বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন
- খাদ্যাভাস পরিবর্তন সহ বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা গ্রহণ
- বন্যা সহিষ্ণু নলকূপ স্থাপন/বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষন
- খরা/জলাবদ্ধতা/লবনাক্ত সহিষ্ণু ফসলের চাষ
- কমিউনিটি ভিত্তিক বীজ ভান্ডার তৈরি/ ভাসমান সবজি চাষ/বনায়ন/উন্নত চুলার ব্যবহার/খাঁচায় মাছ চাষ ইত্যাদি।

১১.৬ স্থানীয় জনগোষ্ঠি কর্তৃক চিহ্নিতকৃত দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনাধীন এবং এর ল্যান্ডস্কেপ এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি এবং এর সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা :

বর্তমান ব্যবস্থাপনা/অবস্থা

০১. সিএমও এর নাম : **ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি**
০২. রক্ষিত এলাকার নাম : **দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য**
০৩. অবস্থান : **গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা**

সিএমও	গ্রাম	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি	ক্যাম্পপাড়া	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	পরানজুরানী	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	মাঝেরপাড়া	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	ছাপাছড়ি	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	উত্তর ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	মায়নি	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	মংলা	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	ত্রিপুরা পাড়া	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম

ঐ	পূর্ব ধোপাছড়ি	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	চেমিমূখ	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	রেকঘাটা	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	পূর্বমাঝের পাড়া	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম
ঐ	শামুকছড়ি	ধোপাছড়ি	চন্দনাইশ	চট্রগ্রাম

০৪. জনসংখ্যা : ৯২০১ জন পুরুষ : ৪৫৩৩ জন নারী : ৪৬৬৮ জন।

০৫. শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর শতকরা হার :৩.৫০%।

০৬. ভূ-প্রকৃতি : পাহাড়ী ও সমতল ভূমি।

০৭. অবকাঠামো(পাকা সড়ক,কাঁচা সড়ক,শিক্ষা প্রতিষ্ঠান,বেড়িবাঁধ,আশ্রয়কেন্দ্র,হাট-বাজার ইত্যাদি)

নাম	**বিবরণ**	**মন্তব্য**
পাকা সড়ক	৫ কি.মিটার	
কাঁচা সড়ক	২০ কি.মিটার	
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৭টি	
আশ্রয়কেন্দ্র	নাই	
হাট বাজার	৩টি	
পুলিশ ক্যাম্প	১টি	
বনবিভাগের অফিস	২টি	
স্বাস্থ্য ও প.কল্যাণ কেন্দ্র	১টি	
ডাকঘর	১টি	
ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়	১টি	

৮. নদ-নদী ঃ প্রধান নদী ; ১টি খাল : ১টি

প্রধান খাল /নদী	অবস্থান	আয়তন
শঙ্খ নদী	বান্দরবান পার্বত্য জেলা থেকে উৎপত্তি হয়ে ধোপাছড়ি এলাকার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়।	কর্মএলাকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২ কি,মি
ধোপাছড়ি খাল	ত্রিপুরা পাড়া থেকে প্রবাহিত হয়ে ধোপাছড়ি বাজারের নিকট এসে শঙ্খ নদীর সাথে মিলিত হয়।	কর্মএলাকার মধ্যে ১২ কি.মিটার।

০৯. বিল ঃ (সংখ্যা/এলাকার পরিমাণ) ৫টি আয়তন ঃ আনুমানিক ২০০০ একর।

১০. বনাঞ্চল ঃ (বনের ধরণ/প্রধান প্রজাতি/পরিমাণ)

- প্রাকৃতিক পাহাড়ী বন।
- প্রধান প্রজাতি ঃ গর্জন.সেগুন.ছাপালিশ.তৈলসুর, বৈলাম,ডুমুর.বহেড়া,বাঁশ.বেত.কদম,চাতিম ইত্যাদি।

১১. কৃষিজমি ও উৎপাদিত ফসল ঃ জমির পরিমান ঃ আনুমানিক ২০০০ একর

উৎপাদিত ফসল ঃ ধান, মৌসুমী শাকসবজি, আদা, হলুদ, লেবু, পেয়ারা, বরই, কচু।

১২. প্রাকৃতিক দূর্যোগ ঃ

ছক-০১ প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যাবলী

দুর্যোগ	দুর্যোগের তীব্রতা (খুববেশী, বেশী, মধ্যম ও কম)	সময়কাল	কতটি পরিবার ক্ষতিগস্থ হয়েছে	প্রাসঙ্গিক তথ্য
ঘুর্নিঝড়	বেশী	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন,কার্তিক	৪৯৭ টি	১৯মে,১৯৯৭ সাল। এলাকায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।
খরা	খুববেশী	ফালগুন,চৈত্র,বৈশাখ,জৈষ্ঠ্য	১৩২০ টি	গৃহস্থালী ও পানিয় জল অভাব,ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।
হাতি ও বন্যশুকরের উপদ্রব	বেশী	কার্তিক, অগ্রহায়ন ও বৈশাখ ,জৈষ্ঠ্য	২৫০ টি	পাকা ধান নষ্ট করে ,ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ফেলে।অনেক ক্ষেত্রে মানুষ মারা যায়।
জলাবদ্ধতা	বেশী	আষাঢ-শ্রাবন	৪২৯টি	মৌসুমী সবজি ক্ষেত নষ্ট হয়।

ছক-০২ দুর্যোগের মাত্রা নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	সংকটপূর্ণ	খুব গুর"তর	গুর"তর	গুর"তর নয়	আদৌ কোন ঝুঁকি নেই
ঘুর্নিঝড়	√	-	-	-	-
খরা	-	√	-	-	-
হাতি ও বন্যশুকরের উপদ্রব	√	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	-	√	-	-	-

ছক-০৩ দুর্যোগের ফলে সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ খাত নির্ধারন

দুর্যোগের ধরন	কৃষি	মৎস্য	পশু সম্পদ	যোগাযোগ অবকাঠামো (রস্তা, ব্রীজ)	অবকাঠামো (ঘর/বাড়ি/পত্রিষ্ঠান)	স্বাস্থ্য	শিক্ষা (স্কুল/কলেজ)	জীবিকা	অনান্য
ঘুর্নিঝড়	√		√	√	√	√	√	√	
খরা	√	√	√	-	-	√	-	√	
হাতি ও বন্যশুকরের উপদ্রব	√	-	-	-	√	-	-	√	
জলাবদ্ধতা	√		√	√	-	√	-	√	

ছক-০৪ অভিযোজনের সম্ভাব্য উপায় বিশে- ষন

দুর্যোগ/বিপদন্ন তার ধরন	অভিযোজনের উপায়	এ ধরনের কাজ করা হয় কিনা	কেন করা হয় না	না হলে কি করতে হবে
ঘুর্নিঝড়	পূর্ব প্রস্তুতি এবং জনগণকে সচেতন করা, ঘুর্নিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন ,ঘরবাড়ী মজবুত করণ এবং বনায়ন করা,বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থাকরা।	না	সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগের অভাব এবং অর্থের অভাব।	সচেতনতা সৃষ্টি, সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং অর্থ সংগ্রহ করা।
খরা।	গভীর নলকুপস্থাপন, পাম্প মেশিনের সাহায্যে নদী থেকে সেচের ব্যবস্থা করা,বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা,পুকুর/দিঘী খনন করা, বনায়ন করা,সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা।	না	অর্থের অভাব এবং সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগের অভাব।	অর্থ সংগ্রহ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

হাতি ও বন্য শুকরের উপদ্রব	গভীর বন সৃষ্টি , হাতির খাদ্যের বাগান ও আবাস স্থল সৃষ্টি এবং জনগণকে সচেতন করা, স্ণ্টট স্ণ্যাব নির্মান, বৈদ্যুতিক ঘেরা দেয়া ও পাহারা প্রদান, ক্ষতিগ্রস্থ ফসল/ঘরবাড়ী/জীবনহানীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।	না	অর্থ ও সচেতনতার অভাব,বন বিভাগের লোকবল স্বল্পতা,দূর্গম এলাকা।	অর্থ সংগ্রহ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ।
জলাবদ্ধতা	নালা,ছড়া,খাল সংস্কার ও খনন ,বাধ নির্মান,পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা।	না	অর্থের অভাব এবং সচেতনতা, তথ্য ও যোগাযোগের অভাব	অর্থ সংগ্রহ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং সরকারী/ বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা।

ছক-০৫ সম্ভাব্য অভিযোজন পরিকল্পনা

এলাকার নাম	বিপন্নতার ধরন	অভিযোজনের উপায়		প্রয়োজনীয় সম্পদ	মূল্য নির্ধারন	দায়িতপ্রাপ্ত ব্যাক্তি/ প্রতিষ্ঠান	মন্তব্য
		স্বল্প মেয়াদি	দীর্ঘ মেয়াদি				
ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	ঘুর্নিঝড়	ঘরবাড়ী মজবুত করণ,বিকল্প জর্বিকায়নের ব্যবস্থা করা।	আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ৩টি, সচেতনতা সৃষ্টি	অর্থ,লোকবল,সভা,সেমিনার,উপকরণ,প্রশিক্ষণ ।	৫০০ লক্ষ টাকা	সরকারী /বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ	
ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	খরা	পুকুর/দিঘী খনন করা, বনায়ন করা, বিকল্প জীবিকায়ন এর ব্যবস্থা করা।	গভীর নলকুপ, পাম্প মেশিনের সাহায্যে নদী থেকে সেচের ব্যবস্থা করা, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা ,সচেতনতা বৃদ্ধি করা, ,	অর্থ, লোকবল,সভা,সেমিনার ,উপকরণ,প্রশিক্ষণ ।	৫০০ লক্ষ	সরকারী /বেসরকারী সংস্থা, স্থানীয় জনগণ	

ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	হাতি ও বন্য শুকরের উপদ্রব	হাতির খাদ্যের বাগান ও আবাস স্থল সৃষ্টি এবং স্- ট স্- ্যাব নির্মান,	জনগণকে সচেতন করা, বৈদ্যুতিক ঘেরা দেয়া ও পাহারা প্রদান, গভীর বন সৃষ্টি,ক্ষতিগ্রস্থ ফসল /ঘরবাড়ী/প্রাণহানীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।	অর্থ, লোকবল,সভা,সেমিনার ,উপকরণ,প্রশিক্ষণ ।	২০০ লক্ষ	বন বিভাগ,ইউ,পি, উপজেলা প্রশাসন, বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় জনগন	
ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণি অভয়ারণ্য	জলাবদ্ধতা	নালা,ছড়া,খাল সংস্কার ও খনন ,	বাধ নির্মান,পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা।	অর্থ, লোকবল, সভা,সেমিনার ,উপকরণ,প্রশিক্ষণ ।	২০০ লক্ষ	বন বিভাগ,ইউ,পি, উপজেলা প্রশাসন, বেসরকারী সংস্থা এবং স্থানীয় জনগন	

ছক-০৬ গোষ্ঠী ভিত্তিক অভিযোজন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মনিটরিং

কার্যক্রম	সূচক	অর্জিত সাফল্য(সংখ্যা/ পরিমান)					মন্তব্য
		১ম কোয়াটার	২য় কোয়াটার	৩য় কোয়াটার	৪র্থ কোয়াটার	মোট	
জনগণকে সচেতন করা	৬৫ টি সভা /সেমিনার/প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।	১৫	১৫	১৫	২০	৬৫	
ঘুর্নিঝড় পূর্ব প্রস্তুতি	২৬ টি দূর্যোগ প্রস্তুতি প্রশিক্ষনের আয়োজন করা।	৬	৬	৬	৮	২৬	
ঘরবাড়ী মজবুত করণ	১০০০টি ঘর	৩০০	৩০০	২০০	২০০	১০০০	
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	৩টি	০১টি	০১টি	০১টি		০৩টি	

বিকল্প জীবিকায়ন	১৬০০টি পরিবার	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০	১৬০০	
পুকুর/দিঘী খনন করা	৩৯টি	১০	১০	১০	৯	৩৯	
গভীর নলকুপ স্থাপন করা	২৬টি	৬	৬	৬	৮	২৬	
পাম্প মেশিনের সাহায্যে নদী থেকে সেচের ব্যবস্থা করা,	২৬টি	৮	৬	৬	৬	২৬	
বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করা	১৩০০ পরিবার	৪০০	৩০০	৩০০	৩০০	১৩০০	
হাতির খাদ্যের বাগান সৃষ্টি	২০০ হেক্টর	২০০				২০০	
স্- ট স্- ্যাব নির্মান	৫০টি	১৫	১৫	১০	১০	৫০	
বৈদ্যুতিক ঘেরা দেয়া ও পাহারা প্রদান,	১২ কি,মিটার	৩ কি.মি	৩ কি.মি	৩ কি.মি	৩ কি.মি	১২ কি.মি	
গভীর বন সৃষ্টি	৫০০ হেক্টর			৫০০ হেক্টর		৫০০ হেক্টর	
ক্ষতিগ্রস্থ ফসল /ঘরবাড়ী/প্রাণহানীর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।	১০০টি পরিবার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)					১০০টি পরিবার	
নালা,ছড়া,খাল সংস্কার ও খনন	১২ কি.মি	৫ কি.মি	৪ কি.মি	৩ কি.মি		১২কি.মি	
বাধ নির্মান,	৪কি.মি	১কি.মি	১ কি.মি	১কি.মি	১কি.মি	৪ কি.মি	
পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা করা।	৪কি.মি	১কি.মি	১ কি.মি	১কি.মি	১কি.মি	৪ কি.মি	

পঞ্চ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (সম্ভাব্য)

ধোপাছড়ি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি

দুধপুকুরিয়া-ধোপাছড়ি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য

(২০১২-১৩-----২০১৭-১৮)

ক্রমঃ		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	*০*	*আবাসস্থল সংরক্ষণ কার্যক্রম*								
১	১	সহ-ব্যবস্থাপনা পরিষদ সভা	সংখ্যা	১১	৩০	৩৩০	√	-	√	
১	২	সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা	সংখ্যা	৫৫	৫	২৭৫	√	-	√	
১	৩	যৌথ পেট্রলিং দলের মাসিক সভা	সংখ্যা	৬০	১	৬০	√	-	√	
১	৪	গ্রাম সংরক্ষণ দলের সভা	সংখ্যা	৪৮০	০.৫	২৪০	√	-	√	
১	৫	পিপলস ফোরামের ত্রৈমাসিক সভা	সংখ্যা	২০	৫	১০০	√	-	√	
১	৬	ইয়োথ ক্লাবের সাথে সমন্বয় সভা (দুই মাসে একবার)	সংখ্যা	৬০	১	৬০	√	-	√	
১	৭	যৌথ পেট্রলিং দলের পেট্রলিং উপকরণ সহায়তা (ছাতা, লাঠি, বাঁশী ইত্যাদি) (২১ জনকে ২বার)	সংখ্যা	৪২	৩	১২৬	√	-	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮	পেট্রোলিং দলের সদস্য আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	৯	বন টহল দলের সদস্যদের আপদকালীন সহায়তা	সাকুল্যে	০	-	১২০	√	-	√	
১	১০	বন্যপ্রাণী আহত হলে চিকিৎসা ব্যয়	সাকুল্যে	০	-	১৫০	√	√	√	
১	১১	বন সম্পর্কিত দ্বন্দ নিরসন সভা (প্রয়োজন হলে)	সাকুল্যে	০	-	৫০	√	-	√	
১ এর মোট						**১৬৩১**				
২	০	***সচেতনতামূলক সভা ও সমাবেশ/কার্যক্রম ঃ***								
২	১	সিএমসি'র সাথে স্থানীয় সুশীল সমাজের মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
২	২	বন থেকে অবৈধ বৃক্ষ নিধন, কাঠ চুরি, বন ভূমি দখল, বনে আগুন দেয়া ও বনকে অবৈধ চারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার বন্ধে গ্রাম পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	২০	৩	৬০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	৩	সংরক্ষণ কার্যক্রমের জন্য পুরস্কার / প্রেষণা: ১) বন বিভাগ, সিএমসি সদস্য, যৌথ পেট্রলিং দলের সদস্য, বাফার বাগানের উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	√	√	
২	৪	বাফার বাগন উপকারীভোগীদের দায়-দায়ীত্ব বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	১	১০	√	-	√	
২	৫	স্থানীয় জনগণ / কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	১	৫	√	-	√	
২	৬	বাস, ট্যাম্পু ড্রাইভার / মালিকদের সাথে বন থেকে অবৈধভাবে লাকড়ি ও গাছ / কাঠ পরিবনহন বন্ধে মতবিনিময় সভা	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√	-	√	
২	৭	উন্নত চুলা (বন্ধু চুলা) সম্পসারণ / ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা	সংখ্যা	১০	৩	৩০	√	-	√	
২	৮	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতামুলক সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
২	৯	পরিবেশ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ বিষয়ক গণ নাটক,গণ সঙ্গীত পরিবেশনা	সংখ্যা	১০	১২	১২০	√		√	
২	১০	বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা / ঈমামদের সাথে সচেতনতামূলক কর্মসূচী / সভা	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√		√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	১১	পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী বেসরকারী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম গ্রহণ	সাকুল্যে	০	-	২০	√	-	√	
২	১২	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ কার্যক্রম টেকসইকরণ (বন্ধু চুলা) বিষয়ক বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্ড়াবনা তৈরী, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্ড়বায়ন	সংখ্যা	০	-	১৫	√	-	√	
২ এর মোট						৫৬০				
৩	*০*	***বিভিন্ন দিবস উদযাপন ঃ***								
৩	১	জাতীয় দিবস	সংখ্যা	১৫	৫	৭৫	√		√	
৩	২	পরিবেশ দিবস	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৩	সহ-ব্যবস্থাপনা দিবস পালন	সংখ্যা	৫	৫	২৫	√		√	
৩	৪	ধরিত্রী দিবস উদযাপন, বন দিবস, পানি দিবস	সংখ্যা	৫*৩	৫	৭৫	√		√	
৩ এর মোট						২০০				
৪	*০*	***মূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৪	১	ফলের বাগান সৃজন	হেক্টর	২০০	৩০	৬০০০		√		

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৪	২	ঔষধী গাছের বাগান সৃজন	হেক্টর	৫০	২০	১০০০		√		
৪	৩	ক্লিনিং ,কপিচ ব্যবস্থাপনা, মোথা কাটিং, গ্রেডিং, বিগত বছরের বাফার বাগান ব্যবস্থাপনা	হেক্টর	১০০	১২	১২০০		√		
৪	৪	আগুন নির্বাপণি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় / ব্যবস্থাপনা	সাকুল্যে			২০০		√		
		পশু খাদ্যের বাগান সৃজন	হেক্টর	২০০	১৫	৩০০০		√		
		ঘাস বাগান সৃজন	হেক্টর	১০০	১০	১০০০		√		
৪	৫	বন্যপ্রাণী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠির জন্য জলাধার সংস্কার / ছড়া / পুকুর খনন	সংখ্যা	৩০	১০০	৩০০০	√	√		
৪ এর মোট						১৫,৪০০				
৫	***০***	***ল্যান্ডস্কেপ অঞ্চল ব্যবস্থাপনা***								
৫	১	ধোপাছড়ি হতে উত্তর ধোপাছড়ি রাস্তা মেরামত	কি.মি	৩	১৫০	৪৫০	√	√		
৫	২	উল্লেখিত রাস্তা মেরামত (২য় বৎসর)	কি:মি:	৩	৫০	১৫০	√	√		
৫	৩	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় কালভার্ট/ ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০	১০০	১০০০	√	√	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৫	৪	ইকো-কটেজ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৫০	২৫০	√	-	√	
৫	৫	টুরিষ্ট স্প তৈরী	সংখ্যা	২	৩০	৬০	√	√	√	
৫	৬	ল্যান্ডস্কেপ এলাকায় নলকুপ স্থাপন	সংখ্যা	৫	৫০	২৫০	√	√	√	
৫	৭	উন্নত চুলা স্থাপন	সংখ্যা	৫০০	১.৫	৭৫০	√	√	√	
৫ এর মোট						২,৯১০				
৬	*০*	***জীবিকায়ন কর্মসূচী সুনির্দিষ্টকরণ***								
৬	১	বন টহল দলের সদস্যদের জন্য গরু মোটাতাজাকরণ / বিকল্প কর্ম সংস্থান	সংখ্যা	২১	১৫	৩১৫	√		√	
৬	২	মাছ চাষ		৬০	৮	৪৮০				
৬	৩	কৃষি		২০০	৩	৬০০				
৬	৪	বসতভিটায় সবজি চাষ		৫০০	১	৫০০				
৬	৫	তাঁত / সেলাই প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহযোগিতা		৬৫	৫	৩২৫				
৬	৬	বাঁশ বেতের কাজ		১০০	৩	৩০০				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৬	৭	নার্সারী স্থাপন		১০	১০	১০০				
৬	৮	হাস-মুরগী পালন		৬০	৩	১৮০				
৬	৯	বাঁশের নার্সারী স্থাপন		৫	১০	৫০				
		রিক্সা / ভ্যান		২০	১৫	৩০০				
		ক্ষুদ্র ব্যবসা		৩০	৭	২১০				
		ফলের বাগান সৃজন		২০	২০	৪০০				
		ফেরি ব্যবসা		১৫	১০	১৫০				
		শুকর পালন		১৫	১০	১৫০				
৬ এর মোট						৪,০৬০				
৭	*০*	***সুযোগ-সুবিধা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৭	১	রেঞ্জ কর্মকর্তার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য পাঁচটি ওয়াকিটকি সহ কন্ট্রোলরুম স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	√	
৭	২	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন (পিকআপ) ক্রয়	সংখ্যা	১	১,৫০০	১,৫০০	√	√	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৭	৩	টহল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেড নির্মাণ	সংখ্যা	৫	২০	১০০	√	√	√	
৭	৪	ডিজিটাল ক্যামেরা ক্রয়	সংখ্যা	১	১৫	১৫	√	-	√	
৭	৫	কম্পিউটার ও ইন্টারনেট মডেম ক্রয়	সাকুল্যে			৫০	√	√	-	
		স্টাফ ডরমেটরি, বিট কর্মকর্তার বাসগৃহ, সিএমসি অফিস ঘর নির্মান, ফরেস্ট ক্যাম্প নির্মান, ইত্যাদি	সাকুল্যে			৬,০০০	√	√	-	
৭	৬	অফিস সরঞ্জাম	সাকুল্যে	০	-	১০০	-	√	-	
৭ এর মোট						৭,৮৬৫				
৮	*০*	***দর্শনার্থী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম***								
৮	১	নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার তৈরী	সংখ্যা	১	১০,০০০	১০,০০০	√	-	-	
৮	২	তথ্যকেন্দ্র স্থাপন	সংখ্যা	১	৩০	৩০	√	-	√	
৮	৩	প্রধান গেইট নির্মান ও টিকিট কাউন্টার নির্মাণ	সংখ্যা	১	২০০	২০০	√	-	√	
৮	৪	অভয়ারণ্যের প্রবেশ পথে স্থায়ী গেইট নির্মাণ	সংখ্যা	১	২৫০	২৫০	√	-	√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	৫	পার্কের ভিতরে বিধিনিষেধ সম্বলিত সাইন বোর্ড	সংখ্যা	১০	৫	৫০	√	-	√	
৮	৬	ট্রেইলে তৈরী ও দিক নির্দেশক স্থাপন	সংখ্যা	২	১০	২০	√	-	√	
৮	৭	পুরাতন সাইনবোর্ড সংস্কার ও রং করা	সংখ্যা	৫	২	১০	√		√	
৮	৮	নেচার ট্রেইল এ প্রাকৃতিক ছড়ার উপর কাঠের ব্রীজ নির্মাণ	সংখ্যা	১০	২৫	২৫০	√	-	√	
৮	৯	পিকনিক স্পট তৈরী	সংখ্যা	১	২০০	২০০	√	-	√	
৮	১০	ন্যাচার ট্রেইল উন্নয়ন (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	৫	২	১০	√	-	√	
৮	১১	নতুন পিকনিক স্পট সংস্কার (৫বছরে ২বার)	সংখ্যা	১	১০০	১০০	√	-	√	
৮	১২	ইকো-গাইডদের জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	সাকুল্যে	৫	১০	৫০	√	-	-	
৮	১৩	ট্রেইলে পরিবেশ বান্ধব গোলঘর স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০	১২০	√	-	√	
৮	১৪	প্রয়োজনীয় ট্র্যাশ ক্যান স্থাপন	সংখ্যা	২০	১	২০	√	-	√	
৮	১৫	স্টুডেন্ট ডরমেটরি তৈরী	সাকুল্যে	১	-	৫০০	√	-	√	
৮	১৬	পর্যটকদের জন্য ওয়াচ টাওয়ার তৈরী	সংখ্যা	১	১,০০০	১,০০০	√	-	√	
৮	১৭	কৃত্রিম লেক তৈরী	সংখ্যা	১	৩০০	৩০০	√		√	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮	১৮	প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রতিটি কার্যক্রম প্রচার	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	-	√	
৮	১৯	পার্কিং স্থান তৈরী	সংখ্যা	১	৫০	৫০	-	-	-	
৮	২০	হাইকিং ট্রেইলে বসার বেঞ্চ তৈরী	সংখ্যা	২৫	৫	১২৫	√	-	√	
৮	২১	অভয়ারণ্যে পিকনিক স্পট, স্টুডেন্ট ডরমিটরি, মসজিদ ও টুরিস্ট সপে পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন	সাকুল্যে	১	৫০	৫০	√	-	-	
৮	২২	শিশুদের পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণসহ / চিত্ত বিনোদনের জন্য শিশু কর্ণার তৈরী	সংখ্যা	১	১,০০০.০	১,০০০	√	-	√	
৮	২৩	টয়লেট তৈরী	সংখ্যা	৫	২০.০০	১০০	√		√	
৮	২৪	প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ ও বেতন প্রদান (৫ বছর) প্রতি মাসে ১০ জন	সংখ্যা	৬০০	৫	৩০০০	√	-	√	
৮	২৫	যাতায়াত ভাতা	সাকুল্যে	০	-	১০০				
		প্রাণীর প্রতিকৃতি স্থাপন	সাকুল্যে			১০০০				
৮ এর মোট						১৮,৬৩৫				

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯	*০*	***গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম***								
৯	১	জীব ও গাছের ইনভেন্টরী ও গাছের গায়ে নামাংকৃত পেইট স্থাপন	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	২	সি এম সি ও বন কর্মকর্তাদের ক্রস ভিজিট	সাকুল্যে	০	-	২০০	√	√	√	
৯	৩	জীববৈচিত্র্যের স্বাস্থ্য পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√	√	-	
৯	৪	আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবীক্ষণ	সাকুল্যে	০	-	১০০	√			
৯	৫	বিদেশে শিক্ষা সফর (ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেষ্টার ও সিএমসি সদস্য)	সাকুল্যে	০	-	৫০০	√	-	-	
৯	৬	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- এসিএফ, ফরেস্ট রেঞ্জার, ডেপুটি ফরেস্ট রেঞ্জার, ফরেস্টার, ফরেস্ট গার্ড, সিএমসি সদস্য, এনজিও স্টাফ	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	√	-	
৯	৭	প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশে)- গ্রাম সংরক্ষণ দল / পরিষদ / কমিটি	সংখ্যা	৪	২৫	১০০	√	-	-	
৯	৮	শিক্ষা সফর-গ্রাম সংরক্ষণ দল, পিপলস ফোরাম, সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল, সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (দেশে)	সংখ্যা	২	৫০	১০০	√	-	-	

ক্রম:		কৌশলগত কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়/একক ('০০০ টাকা)	মোট ব্যয় ('০০০ টাকা)	সম্পদ/ তহবিলের উৎস			মন্তব্য
							আইপ্যাক/ অন্যান্য	এফ ডি	সি এম সি	
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৯ এর মোট						১,৩০০				
১০	০	*বিবিধ/ক্রয়*								
১০	১	ষ্টেশনারী ক্রয় (কাগজ, ফাইলপত্র, অন্যান্য)	সাকুল্যে	০	-	২০	-	-	√	
১০	২	সি.এম.সি-র হিসাব অডিটিং	সংখ্যা	৩	১৫	৪৫	-	-	√	
১০	৩	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয়	সাকুল্যে	০	-	১৫	-	-	√	
১০	৪	আপ্যায়ন	সাকুল্যে	০	-	২০				
১০	৫	ফাইল ক্যাবিনেট ক্রয়	সংখ্যা	১	১০	১০	-	-	√	
১০ এর মোট						১১০				
সর্বমোট						**৫২,৬৭১**				